রবীন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থের রচয়িতা। সেগুলো সংকলিত হয়েছে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র ৩০টি খণ্ডে। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে 'কৈশোরক' নামে একটি সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) ৮০ বছর বয়সে কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. রবীন্দ্রনাথের ছোটদের জন্য লেখা রচনাগুলো কোন গ্রন্থে সংকলিত আছে?

ক. রবীন্দ্র রচনাবলী খ. কৈশোরক
গ. গীতাঞ্জলি ঘ. সোনার তরী

২. কবির জীবনের সার্থকতা কোথায়?

i. এ দেশে জন্মগ্রহণ করে
ii. এ দেশকে ভালোবেসে
iii. এ দেশের প্রকৃতি দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৩. 'মুদব নয়ন শেষে' চরণটিতে 'শেষে' শব্দের ভাবার্থ

ক. সমাপ্তি খ. পরিপূর্ণতা
গ. পরবর্তীতে ঘ. মৃত্যুতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কবিতাংশটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

কোন বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়াল
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

ক. কবিতাংশটুকুর রচয়িতা কে?
খ. উদ্দীপকে 'বন' এবং 'গগন' কিসের ইঙ্গিত বহন করে ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্ধৃতাংশ থেকে কবির দেশপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর।
ঘ. 'ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে'—কবির আকাঙ্ক্ষার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২. রেখচিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও।

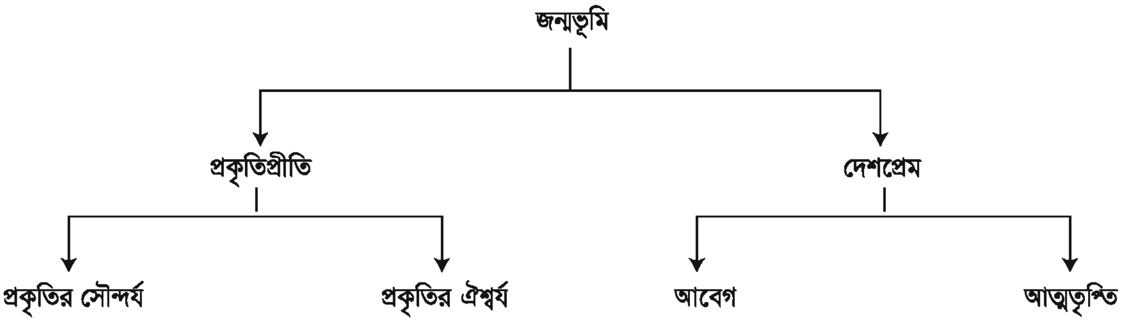

ক. জন্মভূমি কবিতাটির মূল বিষয় কী?

খ. দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রকৃতিপ্রীতির যে সম্পর্ক ছকে লক্ষ করা যায়—তা বর্ণনা কর।

গ. ছকে বর্ণিত দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থে কতটুকু সহায়ক বলে তুমি মনে কর। যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. আবেগ–আপ্লুত কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ করেছেন তোমার পঠিত কবিতা অবলম্বনে বিশ্লেষণ কর।

প্রতিদান

জসীমউদ্‌দীন

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী—
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি,
দিঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর।

আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যে বা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত করিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।
যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান,
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর,—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

মোর বুকে যে বা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে কহে সে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে করে তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কী যে আনি সাজাই নিরন্তর—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

বিবাগী— উদাসীন, নির্লিপ্ত, বন্ধনহীন, বৈরাগ্যের ফলে গৃহত্যাগী।

পথের বিবাগী— ঘরছাড়া উদাসীন।

দিঘল— দীর্ঘ।

রজনী— রাত্রি।

বিষে-ভরা বাণ— বিষাক্ত তীর।

যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ, আমি দেই তারে বুক ভরা গান— যে আমাকে যত আঘাতই দিক না কেন, প্রতিদানে আমি তাকে দিই আমার বুকভরা গান অর্থাৎ বুকভরা মমতা।

জনম-ভর— জীবন ভরে, সারা জীবন ধরে।

মোর বুকে যে বা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি— যে আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়েছে, আমি তার বুক ভালোবাসায় ভরে তুলি।

নিঠুরিয়া— নিষ্ঠুর, নির্দয়, নির্মম।

মালঞ্চ— ফুলবাগান।

ঠাঁই— জায়গা, স্থান।

নিরন্তর— অবিরাম, অনবরত, সবসময়।

পাঠ-পরিচিতি

'প্রতিদান' কবিতায় কবি উদার মানবিকতায় প্রীতিময় বাণীকে স্নিগ্ধ গীতিময়তা দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

কবি উপলব্ধি করেন, অসাধারণ প্রীতি ও অকুণ্ঠ ভালবাসা দিয়ে সব মানুষের হৃদয় জয় করতে পারাই সত্যিকার মনুষ্যত্ব। যে যেভাবেই তাঁর প্রতি শত্রুতা করতে প্রয়াসী হোক না কেন, প্রতিদানে তিনি দেবেন মমতা ও ভালোবাসা।

কেউ যদি কবির ঘর ভেঙে দেয়, তাঁকে ঘরছাড়া করে, তবে প্রতিদানে তিনি তার ঘর বাঁধার কাজে ব্রতী হবেন। তাকে আপন করে পাওয়ার জন্য পথে পথে ঘুরবেন।

কেউ যদি তাঁর ক্ষতি করে, নিষ্ঠুর আচরণ করে কিংবা কঠিন আঘাতে অন্তরকে জর্জরিত করে, কবি তাতে ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ন হবেন না। প্রতিদানে তিনি দেবেন বুকভরা মমতা। কাঁটার বদলে দেবেন ফুলের মালা।

যে যতই বিমুখ হোক, তাঁর প্রাণে যতই আঘাত দিক না কেন, তিনি নির্দ্বিধায় তা সহ্য করবেন। সকল শত্রুতা, হিংসা-দ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাকে তিনি জয় করবেন প্রেম, প্রীতি, মমতা ও ভালোবাসার জোরে।

কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীনের কবিপ্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল ছাত্রজীবনে। তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখনই তাঁর 'কবর' কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর বাংলা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাঁর কবিতায় সহজ-সরল ভাষায়, সাবলীল ছন্দে রূপ পেয়েছে গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও জীবনের নানান ছবি।

তাঁর বিখ্যাত 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর কবিতাগুলো ১৫টি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী, নাটক ও প্রবন্ধ লিখেছেন। শিশুদের জন্য লেখা 'ডালিম কুমার' তাঁর অনবদ্য রচনা। এ ছাড়াও ছোটদের জন্য তিনি লিখেছেন 'হাসু', 'এক পয়সার বাঁশী' ইত্যাদি কবিতাগ্রন্থ।

কর্মজীবনের শুরুতে জসীমউদ্‌দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, পরে সরকারের প্রচার বিভাগে দীর্ঘ দিন কাজ করেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেক লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন।

কবিকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধিতে সম্মানিত করে।

জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জসীমউদ্‌দীনের কোন গ্রন্থটি ছোটদের জন্য রচিত?

ক. নকশী কাঁথার মাঠ খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট

গ. বালুচর ঘ. এক পয়সার বাঁশী

২. ‘প্রতিদান’ কবিতায় কবি কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন?

i. ক্ষমা ও মহত্ত্ব

ii. মমতা ও সহনশীলতা

iii. প্রতিদান ও ন্যায়বিচার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃত অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

যে মোরে দিয়েছে বিষে–ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান,
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

ক. ‘বাণ’ শব্দের অর্থ কী?

খ. ‘কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান’—চরণটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের বাণী সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটুকু ফলপ্রদ বলে তুমি মনে কর–যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলোর মূলভাব বিশ্লেষণ কর।

২. উদ্ধৃত অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

‘প্রতিদান’ কবিতার মধ্য দিয়ে কবি উপলব্ধি করেছেন, অসাধারণ প্রীতি ও অকুণ্ঠ ভালোবাসা দিয়েই মানুষ মানুষের হৃদয়কে জয় করতে পারে। কবি মনে করেন সকল শত্রুতা, হিংসা–দ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাকে জয় করার পথ প্রতিঘাত নয়, জয় করা যায় সহনশীলতা, মমতা এবং ভালোবাসার জোরে।

ক. কবিতাটিতে কবি ‘প্রতিদান’ শব্দটিকে কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন?

খ. শত্রুর প্রতি কবির মনোভাব কীরূপ ব্যাখ্যা কর।

গ. ভালোবাসা সমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা পালন করতে পারে— বর্ণনা কর।

ঘ. সহনশীলতা, মমতা ও ভালোবাসাই কবির ‘প্রতিদানের’ মূলমন্ত্র উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

আমরা কিশোর

সুনির্মল বসু

কিশোর মোরা উষার আলো, আমরা হাওয়া দুরন্ত
মনটি চির বাঁধন হারা পাখির মত উড়ন্ত।

আমরা আসি এই জগতে ছড়িয়ে দিতে আনন্দ,
সঞ্জীবতায় ভরিয়ে দিতে এই ধরনীর আনন তো।

আমরা সরল কিশোর শিশু ফুলের মত পবিত্র,
অন্তরেতে গোপন মোদের শিল্প, গীতি, কবিত্ব।

জাগাই যদি, লাগাই তাদের এই দুনিয়ার হিতার্থ,
ভবিষ্যতের নবীন ধরা হবেই তবে কৃতার্থ।

যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য,
ফসল লয়ে ফলবে সে বীজ একটু পেলে সাহায্য।

একান্ত যার ইচ্ছা আছে, দাম আছে তার কথার তো,
এই জগতে অবশ্য সে মানুষ হবে যথার্থ।

শোনরে কিশোর ভাইরা আমার, সত্য পথের শরণ নে,
হারিয়ে তোরা যাস নে যেন অমানুষের অরণ্যে।

শব্দার্থ ও টীকা

উষা— ভোরবেলা, সূর্য ওঠার আগের মুহূর্ত।

দুরন্ত— অশান্ত, দামাল, প্রবল।

উড়ন্ত— উড়ছে এমন, উড্ডীয়মান।

সজীবতা— প্রাণবন্ততা, কাজের উৎসাহ ও শক্তির প্রাচুর্য।

ধরণী— পৃথিবী।

আনন— মুখ, মুখমণ্ডল, চেহারা।

অন্তরেতে গোপন মোদের শিল্প গীতি কবিত্ব— ভবিষ্যতের শিল্পী, গায়ক, কবি প্রমুখের প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে বর্তমান কিশোরদের অন্তরে।

ধরা— পৃথিবী।

কৃতার্থ— ধন্য, সফল।

যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য— বীজ থেকে চারা জন্মাবার জন্য যেমন বীজের খাদ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ দরকার, তেমনি কিশোরমনের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে, তার উপযুক্ত বিকাশের জন্যও দরকার জ্ঞানচর্চা, দরকার লালনের উপযুক্ত পরিবেশ।

যথার্থ— প্রকৃত, ঠিক-ঠিক।

শরণ— আশ্রয়, অবলম্বন।

অমানুষ— মানবিক গুণবর্জিত মানুষ, যে মানুষের স্বভাব ও আচরণ মানুষের মতো নয়।

পাঠ-পরিচিতি

কৈশোরের বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকার কথা রূপায়িত হয়েছে 'আমরা কিশোর' কবিতায়।

কিশোরদের জীবন যেমন ভোরের আলোর মতো দীপ্তিমান, তেমনি দুরন্ত ঝড়ো হাওয়ার মত উদ্দাম। মুক্ত স্বাধীন কিশোরমন পাখা মেলতে চায় কল্পনার দিক-দিগন্তে। তারা জগতে নিয়ে আসে আনন্দের অফুরন্ত ঝরনাধারা, চার পাশ পূর্ণ করে প্রাণের সজীবতার উচ্ছ্বাসে।

কিশোরমন অনাবিল পবিত্রতায় ভরপুর। তাদের মনের অজানালোকে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের শিল্পী, গায়ক, সাহিত্যিকের সম্ভাবনাময় প্রতিভা। এই প্রতিভাকে যদি সমাজের কল্যাণসাধনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়, তা হলেই আগামী দিনের পৃথিবী হবে সার্থক ও সুন্দর।

বীজ থেকে ফসল ফলানোর জন্য যেমন আলো-বাতাস দরকার, মাটির রস দরকার, তেমনি এই কিশোর মনের বিকাশের জন্য চাই যথার্থ জ্ঞানচর্চা। কিশোররা যদি নিজেদের চরিত্রকে সুদৃঢ় করে, মনোবলকে শক্ত করে যথার্থ ও উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, তবেই দেশ ও দশের কল্যাণে তারা অবদান রাখতে পারবে। তা না হলে তাদের পরিণতি হবে দুঃখজনক, তারা হারিয়ে যাবে অমানুষের অরণ্যে।

কবি-পরিচিতি

সুনির্মল বসু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন শিশুসাহিত্য রচনা করে। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন দক্ষ চিত্রশিল্পী এবং পাক্ষিক 'কিশোর' পত্রিকার সম্পাদক।

তাঁর জন্ম ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকায়, যদিও তিনি জন্মগ্রহণ করেন পিতার কর্মস্থল গিরিডিতে। তিনি কবিতা, ছড়া, গল্প, কাহিনী, উপন্যাস, রূপকথা, কৌতুকনাট্য, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের একশটিরও বেশি বই লিখেছেন। শিশু–কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'ছানাবড়া', 'বেড়ে মজা', 'হৈ চৈ', 'তুলুস্থূল', 'কথা শেষ', 'পাততাড়ি', 'মরণের ডাক', 'ছন্দের টুং টাং', 'শত্তুরে মামা', 'বীর শিকারী', 'টুনটুনির গান' ইত্যাদি। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমরা কিশোর' কবিতায় কবি কিশোরদের কিসের আলো বলেছেন?

ক. ঊষার খ. গোধুলীর
গ. ভোরের ঘ. সূর্যের

নিচের পঙ্ক্তিটি পড় এবং ২ থেকে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য,
ফসল লয়ে ফলবে সে বীজ একটু পেলে সাহায্য।

২. 'যে বীজ আছে মনের মাঝে'—এ অংশে বীজ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. সম্ভাবনা খ. আশা
গ. প্রতিভা ঘ. ঘুমন্ত প্রতিভা

৩. 'যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য'—এ অংশটিতে 'আহার্য' কী?

ক. উপযুক্ত পরিবেশ খ. জ্ঞানচর্চা
গ. পরিচর্যা ঘ. প্রতিভা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের কবিতাংশটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য,
ফসল লয়ে ফলবে সে বীজ একটু পেলে সাহায্য।
একান্ত যার ইচ্ছা আছে, দাম আছে তার কথার তো,
এই জগতে অবশ্য সে মানুষ হবে যথার্থ।
শোনরে কিশোর ভাইরা আমার, সত্য পথের শরণ নে,
হারিয়ে তোরা যাস নে যেন অমানুষের অরণ্যে।

ক. কবিতাংশটির কবি কে?
খ. 'যে বীজ আছে মনের মাঝে চায় যে তারা আহার্য'—এ অংশটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. কিশোরদের যথার্থ মানুষরূপে গড়তে কীরূপ পদক্ষেপ নেয়া দরকার—উদ্দীপকের আলোকে উপস্থাপন কর।
ঘ. উদ্ধৃত কবিতাংশটির আলোকে কৈশোরের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'আমরা কিশোর' কবিতায় কবি কিশোরদের মনকে সহজ, সরল ও ফুলের মতো পবিত্র বলেছেন। তাদের মনের গভীরে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের শিল্পী, গায়ক, কবি–সাহিত্যিকের সুপ্ত প্রতিভা। এই সুপ্ত প্রতিভাকে কবি বলেছেন বীজ। কিশোরদের মনের এই সুপ্ত প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হলেই পৃথিবী হবে সার্থক ও সুন্দর।

ক. 'আমরা কিশোর' কবিতায় কবি কাদের জয়গান করেছেন?

খ. কিশোরদের মনকে কবি সহজ, সরল ও ফুলের মতো পবিত্র বলেছেন কেন?

গ. 'কিশোরদের মনের এই সুপ্ত প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হলেই পৃথিবী হবে সার্থক ও সুন্দর'–এ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ কীভাবে সম্ভব 'আমরা কিশোর' কবিতা অবলম্বনে লেখ।

ঘ. পৃথিবীকে সুন্দর ও সার্থক করতে কিশোরমনের ভূমিকার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

কুলি-মজুর

কাজী নজরুল ইসলাম

দেখিনু সে দিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে—
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল !

যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সাব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে—
বেতন দিয়াছ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল !
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল ?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল তো এ সব কাহাদের দান ? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ?— ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাক কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে !

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

দধীচি— পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত এক জন মুনি। ইনি স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছিলেন যেন তাঁর বুকের হাড় দিয়ে বজ্র তৈরি করে অসুরদের ধ্বংস করা যায়।

যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে— ঋষি দধীচির আত্মত্যাগের মতোই কুলি-মজুরদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে চলছে রেলগাড়ি।

বাষ্প-শকট— বাষ্প দ্বারা চালিত গাড়ি, রেলগাড়ি।

পাই— এক পয়সার তিন ভাগের এক ভাগ (বর্তমান এক টাকার ১৯২ ভাগের এক ভাগ)।

ক্রোর— কোটি, শত লক্ষ।

কল— যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা।

ঠুলি— চোখের ঢাকনি।

ঠুলি খুলে দেখ প্রতি ইটে আছে লিখা— চোখের সামনে থেকে অহমিকা ও সভ্যতার ইমারতের আবরণ সরিয়ে নিলে দেখা যাবে, শ্রমজীবী মানুষের রক্ত-পানি-করা মেহনতে গড়ে উঠেছে সভ্যতার প্রতিটি ইট।

শাবল— লোহার তৈরি মাটি খোঁড়ার হাতিয়ার।

দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা— দীর্ঘকাল ধরে শোষণের ফলে শ্রমজীবী মানুষের দাবি হয়েছে বিরাট আর তাদের মনে জমেছে ক্ষোভের পাহাড়।

গাইতি— পিচের রাস্তা কাটার জন্য ব্যবহৃত দুমুখো কুড়াল।

বক্ষে— বুকে।

নব-উত্থান— নতুন আবির্ভাব বা অভ্যুদয় বা বিদ্রোহ।

পাঠ-পরিচিতি

'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি মানবসভ্যতার যথার্থ রূপকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে কলম ধরেছেন।

যুগ যুগ ধরে কুলি-মজুরের মতো লক্ষকোটি শ্রমজীবী মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। এদেরই অক্লান্ত শ্রমে ও ঘামে মোটর, জাহাজ, রেলগাড়ি চলছে। গড়ে উঠেছে দালানকোঠা, কলকারখানা। এদের শোষণ করেই ধনিকশ্রেণী হয়েছে বিত্ত সম্পদের মালিক। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমাজে এরাই সবচেয়ে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। এক শ্রেণীর হৃদয়হীন স্বার্থান্ধ মানুষ এদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বিত্ত-সম্পদের সবটুকুই ভোগ করছে অথচ এদের তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করতেও নারাজ।

মানবতাবাদী কবির দৃঢ় বিশ্বাস, এই অবিচার আর চলবে না। শুরু হয়েছে দিন–বদলের পালা। লাঞ্ছিত বঞ্চিতের দল জাগতে শুরু করেছে। তাদের সংঘবদ্ধ উত্থানের দিন এসেছে। অত্যাচারীকে অচিরেই চুকিয়ে দিতে হবে হিসেব–নিকেশের পালা। কবি এই শ্রমজীবী মানুষের বন্দনা করে বলেন, স্বার্থপর মানুষ এদের ঘৃণা করলেও এরাই আসলে মানুষরূপী দেবতা। এই শ্রমজীবী মানুষের ত্যাগের মাধ্যমে আসবে মানবমুক্তির নতুন দিন।

কবি–পরিচিতি

অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বিপ্লব ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা লিখে বাংলার জনমনে যিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে নন্দিত আসন পেয়েছেন, তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে গান করেছেন, রুটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন। তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তিনি যে শুধু বড়দের জন্য লিখেছেন তা নয়, ছোটদের জন্যও লেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে–'ঝিঙেফুল', 'সঞ্চয়ন', 'পিলে পটকা', 'ঘুম জাগানো পাখি', 'ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি' এবং নাটক হচ্ছে 'পুতুলের বিয়ে'।

নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর লেখা গান 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' আমাদের রণ–সংগীত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

নজরুলের জন্ম ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সালে (২৪শে মে ১৮৯৯) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। তাঁর মৃত্যু ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ সালে (২৯শে আগস্ট ১৯৭৬) ঢাকায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল'—কাদের বিরুদ্ধে কবি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন?
   ক. মিথ্যাবাদীদের   খ. ধনীদের
   গ. সুবিধাভোগীদের   ঘ. স্বার্থপর সম্পদশালীদের

২. 'কুলি–মজুর' কবিতায় কবি কাদের জয়গান করেছেন?
   ক. কুলিদের   খ. মজুরদের
   গ. শ্রমজীবীদের   ঘ. বঞ্চিতদের

৩. 'দেখিনু সে দিন রেলে'—এ চরণের 'দেখিনু' শব্দের প্রকৃত ভাব—
   ক. দেখে   খ. দেখিয়া
   গ. হেরি   ঘ. দেখলাম

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অংশটুকু পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেল পথে চলে বাষ্প–শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল তো এসব কাহাদের দান?

ক. উদ্দীপকে কবি কাদের বেতন দেওয়ার কথা বলেছেন?

খ. উদ্দীপকে কবি কাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন?

গ. সমাজ উন্নয়নে শ্রমিকদের কীভাবে ব্যবহার করা উচিত? উদ্দীপকের আলোকে উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্দীপকে মানবসভ্যতার যে দিক তুলে ধরা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

আনন্দ

সুকুমার রায়

যে আনন্দ ফুলের বাসে, যে আনন্দ পাখির গানে,
যে আনন্দ অরুণ আলোয়, যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
যে আনন্দে বাতাস বহে, যে আনন্দ সাগরজলে,
যে আনন্দ ধূলির কণায়, যে আনন্দ তৃণের দলে,
যে আনন্দে আকাশ ভরা, যে আনন্দ তারায় তারায়,
যে আনন্দ সকল সুখে, যে আনন্দ রক্তধারায়,
সে আনন্দ মধুর হয়ে তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
সে আনন্দ আলোর মত থাকুক তব জীবন ভরি।

শব্দার্থ

অরুণ— সূর্য, রক্তের মতো লাল। রক্তিম।

বাস— গন্ধ, সুবাস।

পাঠ-পরিচিতি

'আনন্দ' কবিতাটিতে সুকুমার রায় জীবনের আনন্দ সম্পর্কে নিজের অনুভবকেই প্রকাশ করেছেন। জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অপরিসীম আনন্দের উৎস। সে আনন্দ পাওয়া যায় ফুলের সৌরভে, পাখির কলকাকলিতে, সূর্যের আলোয় ও শিশুর সরল প্রাণোচ্ছলতায়। আনন্দ বয়ে যায় বাতাসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহে এবং সাগরের ঢেউয়ের দোলায়। আকাশের তারার মেলা থেকে ধুলো-মাটির পৃথিবীর ঘাসে ঘাসে আনন্দের অপার বিস্তার। মানুষের জীবনেও রয়েছে আনন্দের নানা উপকরণ ও উৎস। মানুষ আনন্দ পায় সুখে ও পরিতৃপ্তিতে। তখন রক্তে জাগে আনন্দের নাচন। পৃথিবীর এই বিশাল আনন্দলোকে মানুষের জীবন আলোকশুভ্র ও আনন্দময় হয়ে উঠুক এটাই কবির প্রার্থনা।

কবি-পরিচিতি

শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। তাঁর 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল' ও অন্যান্য অতুলনীয় লেখার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুকুমার রায় বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও শিশুসাহিত্যিক সত্যজিৎ রায়ের পিতা। সুকুমার রায়ের জন্ম কলকাতায় ১৮৮৭ সালের ৩রা অক্টোবর। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামে। সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর।

সুকুমার রায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি এক দিকে বিজ্ঞান, ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণ প্রকৌশলে উচ্চশিক্ষা নিয়েছিলেন, অন্য দিকে ছড়া রচনা ও ছবি আঁকায় মৌলিক প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'গোড়ায় গলদ' নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন তিনি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক অদ্ভুত ক্লাব। নাম-'ননসেন্স ক্লাব'। এই ক্লাবের পত্রিকার নাম ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। আর তার রচনাগুলোও অদ্ভুত ও মজাদার। হাঁসজারু, বকচ্ছপ, সিংহরিণ, হাতিমি ইত্যাদি কাল্পনিক প্রাণীর নাম তাঁরই সৃষ্টি।

বিখ্যাত 'সন্দেশ' পত্রিকা বেশ কয়েক বার সম্পাদনা করেছেন সুকুমার রায়। আর একে কেন্দ্র করেই ঐ সময় সুকুমার রায়ের সাহিত্যপ্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল। সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন প্রধানত খেয়াল রসের কবিতা, হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্য। ছেলেবুড়ো সবাই তাঁর লেখা পড়ে আনন্দ পায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আনন্দ' কবিতাটি কে লিখেছেন?

ক. সুকুমার রায়   খ. কামিনী রায়

গ. কালিদাস রায়   ঘ. সুনির্মল বসু

২. 'সে আনন্দ তারায় তারায়'–এর পরের চরণে কোথায় আনন্দের কথা বলা হয়েছে?
  i. তৃণের দলে
  ii. সকল সুখে
  iii. রক্তধারায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. iii

৩. সে আনন্দ মধুর হয়ে তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
সে আনন্দ আলোর মতো থাকুক তব জীবন ভরি।
উদ্ধৃতাংশে কবির কী ধরনের কামনা প্রকাশ পেয়েছে?
  ক. মানুষের আলোকিত আনন্দময় জীবন
  খ. মানুষের সুখ সমৃদ্ধ জীবন
  গ. মানুষের দীর্ঘ আনন্দিত জীবন
  ঘ. মানুষের আলোকিত দীর্ঘ জীবন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অপরিসীম আনন্দের উৎস। প্রকৃতির নানা উপকরণ এবং শিশুর সরল প্রাণোচ্ছলতায় সে আনন্দ লক্ষণীয়। মানুষের জীবনেও রয়েছে আনন্দের নানা উপকরণ ও উৎস। মানুষ আনন্দ পায় সুখে ও পরিতৃপ্তিতে। পৃথিবীর এই আনন্দলোকে মানুষের জীবন আনন্দময় হয়ে উঠুক।
  ক. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু তোমার পঠিত কোন কবিতায় লক্ষ করা যায়?
  খ. উদ্দীপকের আলোকে আনন্দলাভের উপকরণাদির একটি বর্ণনা দাও।
  গ. জীবনকে আনন্দময় করে কীভাবে গড়ে তোলা যায়—তোমার পঠিত কবিতার আলোকে যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
  ঘ. মানবজীবনে প্রকৃতির যে প্রভাব লক্ষ করা যায় তার উপর একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা কর।

স্মৃতিসৌধ

ফয়েজ আহমদ

সাভারে গিয়েছ স্মৃতিসৌধের পাশে—
তিরিশ লক্ষ শহীদের স্মৃতি ভাসে।
সেখানে সাহসী বীর যোদ্ধার দম্ভ
তাদের রক্তে এই সৌধের স্তম্ভ।
ইতিহাসে তারা হৃদয়ে সমুজ্জ্বল
তোমরা সেখানে শ্রদ্ধায় উচ্ছল।

বিদেশী সেনার কামানে–বুলেটে বিদ্ধ
নারী শিশু আর যুবক–জোয়ান বৃদ্ধ
শত্রুসেনারা হত্যার অভিযানে—
মুক্তিবাহিনী প্রতিরোধ উত্থানে।
মুক্তির পথ যুদ্ধের রথ জেনে
ঘাতক ধ্বংস করেছে অস্ত্র হেনে।

স্মৃতিসৌধের প্রতিটি কণায় গাঁথা
মুক্তিসেনার রক্ত দানের গাথা !

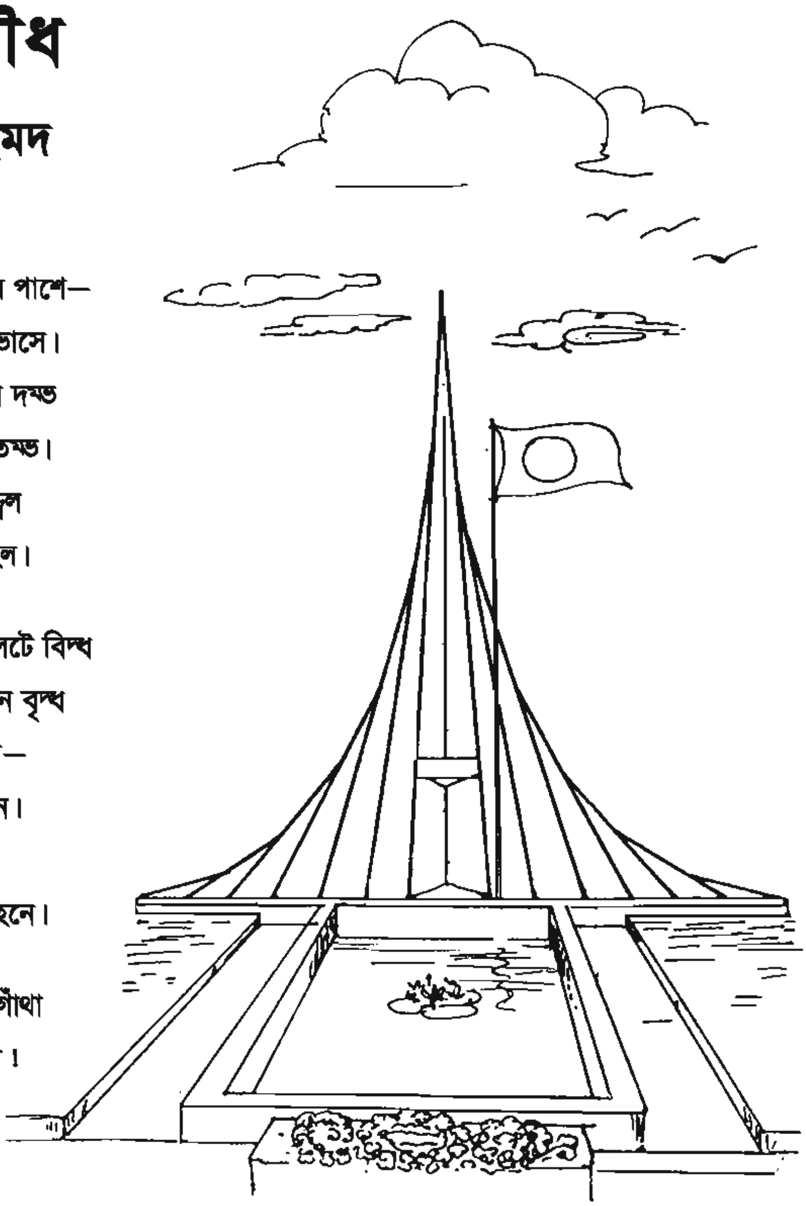

শব্দার্থ ও টীকা

সাভার— ঢাকার অদূরে একটি জায়গা। এখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

স্মৃতিসৌধ— দেশ প্রেমিক ব্যক্তি, জাতীয় বীর, অজ্ঞাতনামা সৈনিক কিংবা শহীদদের স্মৃতির স্মরণে নির্মিত স্তম্ভ, ভবন ইত্যাদি স্থাপত্যকর্ম।

দম্ভ— অহংকার, গৌরব।

সমুজ্জ্বল— অত্যন্ত দীপ্তিময়।

উচ্ছল— উথলে উঠেছে এমন।

রথ— প্রাচীনকালের যুদ্ধযান, এক ধরনের চাকাওয়ালা গাড়ি।

ঘাতক— হত্যাকারী, খুনি, জল্লাদ।

হেনে— আঘাত করে।

পাঠ-পরিচিতি

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ এই কবিতার ভাববস্তু।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়েছে তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে। জানা-অজানা অগণিত শহীদের সেই মহান আত্মদানের স্মৃতিকে অম্লান ও অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকার অদূরে সাভারে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এ স্মৃতিসৌধ স্মরণ করিয়ে দেয় দেশপ্রেমিক সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবময় বীরত্বের কথা, স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁদের মহান আত্মত্যাগের কথা। তাঁদের বীরত্বগাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এদেশের ইতিহাসে। জাতি চিরকাল তাঁদের স্মরণ করবে গভীর শ্রদ্ধায় ও পরম ভালোবাসায়।

একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কামান ও বুলেটের আঘাতে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল শত সহস্র নারী-শিশু-বৃদ্ধ-যুবাকে। সেই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে লড়েছে এদেশের দেশব্রতী মুক্তিসেনারা। সশস্ত্র সংগ্রামে পরাজিত করেছে পাকিস্তানি জল্লাদবাহিনীকে। বিজয় ছিনিয়ে আনতে গিয়ে ঝরে গেছে অগণিত তরুণ মুক্তিযোদ্ধার জীবন। তাঁদের রক্তে লেখা গৌরবময় ইতিহাসের অনন্য স্মারক এই স্মৃতিসৌধ।

কবি-পরিচিতি

ফয়েজ আহমদ একাধারে ছড়াকার ও শিশুসাহিত্যিক। তাঁর পেশা সাংবাদিকতা। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও তিনি অন্যতম সংগঠক।

শিশু-কিশোর গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশু-কিশোর গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'তাতা থৈ থৈ', 'বোকা আইভান', 'কামরুল হাসানের চিত্রশালায়', 'তুলির সাথে লড়াই', 'বাজনা কিসের', 'প্রতিবাদের ছড়া' ইত্যাদি।

ফয়েজ আহমদের জন্ম ১৯৩২ সালের ২রা মে মুন্সীগঞ্জ জেলার বাসাইলভোগ গ্রামে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল?

ক. ১৯৬৯ সালে খ. ১৯৫২ সালে

গ. ১৯৭০ সালে ঘ. ১৯৭১ সালে

২. শত্রুসেনা কারা?

ক. প্রতিবেশী দেশের বাহিনী খ. মিত্রবাহিনী

গ. পাকবাহিনী ঘ. ভারতবাহিনী

৩. রথ কী?

i. এক ধরনের জাহাজ

ii. প্রাচীনকালের যুদ্ধযান

iii. আধুনিক জেট বিমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. iii

গ. i ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শহীদদের রক্তে লেখা গৌরবময় ইতিহাস আমাদের পথ চলার শক্তি। তাঁদের চেতনায় আমরা হব বলীয়ান। তাঁদের বীরত্বগাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাদের স্মরণেই গড়ে উঠেছে স্মৃতিসৌধ।

ক. স্মৃতিসৌধ কোথায় নির্মাণ করা হয়েছে?

খ. স্মৃতিসৌধ কেন নির্মাণ করা হয়েছে?

গ. ভাষা–শহীদদের স্মরণ করার জন্য তোমার বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ ও ভাষা দিবস পালনের অভিজ্ঞতা লেখ।

ঘ. ‘শহীদের রক্তে লেখা গৌরবময় ইতিহাস আমাদের পথ চলার শক্তি’–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে :—
শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ, বিধাতারে।
নিদারুণ তিনি অতি;
নাহি দয়া তব প্রতি;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!
দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ চরণে।
মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!
তুমি কি তা জান না, ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখি বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে!
ধন্য মোর জনম সংসারে!
কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুঃখী
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখী!

নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ু–সহ দর্প বনস্থলে !

উর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নিচ–শির জনে।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

রসাল– আমগাছ।

স্বর্ণলতিকা– স্বর্ণলতা, সোনালি রঙের এক রকম হালকা পরগাছা লতা।

ধনি– যুবতী, সুন্দরী।

নিন্দ– নিন্দা কর, বদনাম কর।

বিধাতা– সৃষ্টিকর্তা।

নিদারুণ– খুব কঠোর, নির্মম।

তেঁই– সে জন্যেই, সেই কারণে।

কায়া– দেহ, শরীর।

সৃজিলা– সৃষ্টি করলেন।

মলয়– দখিনা বাতাস।

নতশিরা– মাথা নিচু করে আছে এমন, নত মাথা। শব্দটি মূলত 'নতশির'। এর স্ত্রীবাচক রূপ–'নতশিরা'।

মলয় বহিলে, হায়, নতশিরা তুমি তায়– বাতাস বইলে স্বর্ণলতার ডগা নিচের দিকে ঝুলতে থাকে। তাই রসাল স্বর্ণলতাকে নতশিরা বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে।

তায়– তার ফলে।

মধুকর– মৌমাছি, ভ্রমর।

মধুকর–ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া– মৌমাছি স্বর্ণলতার ডগায় বসলে তা ঢলে পড়ে বলে আমগাছ তাকে অবজ্ঞা করছে।

হিমাদ্রি– হিমালয়।

সদৃশ– মতো।

হিমাদ্রি সদৃশ আমি— আমগাছ এই কথা বলে নিজেকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করছে। এটি তার অহংকারী মনের পরিচয়।

বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী— বনের সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মেঘলোক— আকাশ, মেঘের রাজ্য।

শির— মাথা, মস্তক।

লভয়ে— লাভ করে।

অনুক্ষণ— সর্বদা, সব সময়।

বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ— সব সময় বিশ্রাম নেয়।

রাজ-কাজ দরিদ্র পালন— রাজা যেমন দরিদ্র প্রজাদের প্রতিপালনে সহায়তা করেন, তেমনি সকলকে ছায়া এবং রাখালকে বিশ্রামের সুযোগ দেয় বলে আমগাছ নিজেকে রাজার সঙ্গে তুলনা করে বড়াই করছে।

প্রসাদ— অনুগ্রহ।

ভুঞ্জে— ভোগ করে।

ললনে— হে সুন্দরী।

আগারে— গৃহে, ঘরে।

বিধুমুখী— চন্দ্রমুখী, চাঁদের মতো মুখ যে নারীর। স্ত্রীবাচক বলে 'বিধুমুখী'।

নীরবিলা— নীরব হল।

তরুরাজ— বৃক্ষকুলের রাজা, এখানে আমগাছ অর্থে ব্যবহৃত।

যমদূতাকৃতি— যমদূতের মতো ভয়ংকর আকারের।

স্বননে— শব্দে।

মহাঘাতে— প্রচণ্ড আঘাতে।

ভূতলে— মাটির ওপরে।

দর্প— অহংকার, বড়াই, গর্ব।

বনস্থলে— অরণ্যে, বনভূমিতে।

হারাইলা আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে— প্রবল বাতাসের তোড়ে সমূলে উৎপাটিত হলে আমগাছটির আয়ু শেষ হয়। সেই সঙ্গে তার সমস্ত অংহকারও চুরমার হয়ে যায়।

উর্ধ্বশির— উঁচু মাথা যার। এখানে শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুল-মান-ধনে— বংশগৌরব, মান-মর্যাদা ও টাকা-পয়সায়।

নিচ-শির জনে— কুলে-মানে-ধনে যে নিম্ন পর্যায়ের, তাকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কবিতায় কবি মানবজীবনের একটি শিক্ষণীয় দিককে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

সমাজে এক ধরনের লোক আছে যারা ধনসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, বংশমর্যাদা ইত্যাদিতে বড় হওয়ায় বিশেষ গৌরব ও অহংকার বোধ করে। এ ধরনের লোক সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করে আনন্দ পায়। কিন্তু তারা এ কথা জানে না যে, অহংকারের শেষ হয় পতনে আর শ্রেষ্ঠত্ব কখনও চিরদিন বজায় থাকে না। এই শিক্ষণীয় দিকটিকে এ কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে স্বর্ণলতার প্রতি আমগাছের আচরণের মধ্য দিয়ে।

আমগাছ আকারে বিশাল। সে তুলনায় স্বর্ণলতা নিতান্ত ছোট। অহংকারী আমগাছ তাই নিজের প্রশংসা আর স্বর্ণলতার নিন্দায় মুখর। নানাভাবে সে স্বর্ণলতাকে উপহাস, বিদ্রূপ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে।

কিন্তু এক সময় যখন প্রবল বেগে ঝড় উঠল, ঝড়ের তাণ্ডবে সেই বিশাল আমগাছ মুহূর্তে উৎপাটিত হল। তখন তার সমস্ত অহংকার চুরমার হয়ে গেল।

কবি-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভাধর কবি।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং সার্থক মহাকাব্য তিনিই লেখেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা কবিতায় তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রথম আধুনিক বাংলা নাটকও রচিত হয় তাঁর হাতে। বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক প্রহসন ও সনেট তিনিই রচনা করেন।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নামের আগে মাইকেল কথাটি যুক্ত হয়েছে। সাহিত্যচর্চার শুরুতে তিনি ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা করেছিলেন। পরে তাঁর ভুল ভাঙে এবং তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে চিরস্মরণীয় হন।

মাইকেল মধুসূদনের জন্ম যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে, ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রসাল শব্দের অর্থ

ক. রসযুক্ত খ. আম
গ. আমগাছ ঘ. মিষ্টান্ন

২. 'নিদারুণ তিনি অতি;
নাহি দয়া তব প্রতি'
এই উক্তিটি কার?

ক. স্বর্ণলতিকার খ. রসাল-এর
গ. রাজার ঘ. মৌমাছির

৩. 'লভয়ে' শব্দটির অর্থ কী?

ক. লয়ে খ. লাভ করে
গ. ভয়-সহকারে ঘ. নির্ভয়ে

৪. ‘শুন’ ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র পালন!’ কথাটি কে কাকে বলেছে?

ক. রসাল স্বর্ণলতিকাকে
খ. রসাল বিধাতাকে
গ. স্বর্ণলতিকা রসালকে
ঘ. স্বর্ণলতিকা বিধাতাকে

নিচের চরণগুলো পড় এবং ৫ নম্বর থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!

৫. কবিতাংশটির কবি কে?

ক. সুকুমার রায়
খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. শাহাদাৎ হোসেন
ঘ. ফররুখ আহমদ

৬. কবিতার চরণগুলো দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে–

i. আমগাছের নিজেকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা
ii. আমগাছ বনের সকল গাছের চেয়ে শ্রেষ্ঠ
iii. আমগাছের অহংকারী মনের পরিচয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উর্ধ্বশির যদি তুমি কুল মান ধনে;
করিও না ঘৃণা তবু নিচ-শির জনে।

ক. পঙ্ক্তি দুটির রচয়িতা কে?
খ. উদ্ধৃত অংশটির ভাবার্থ লেখ।
গ. রসালের জন্য পঙ্ক্তি দুটিতে যে বার্তা আছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ‘করিও না ঘৃণা তবু নিচ-শির জনে’ উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে;
শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ, বিধাতারে।
    নিদারুণ তিনি অতি;
    নাহি দয়া তব প্রতি:
তেঁই ক্ষুদ্র কায়া করি সৃজিলা তোমারে।

ক. স্বর্ণলতিকা কী?
খ. রসাল কেন স্বর্ণলতিকাকে বিধাতাকে নিন্দা করতে বলছে?
গ. রসালের যুক্তির বিষয়ে তোমার মতামত লেখ।
ঘ. উদ্ধৃতাংশে রসালর অহংকারের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

সন্ধ্যা

শাহাদাৎ হোসেন

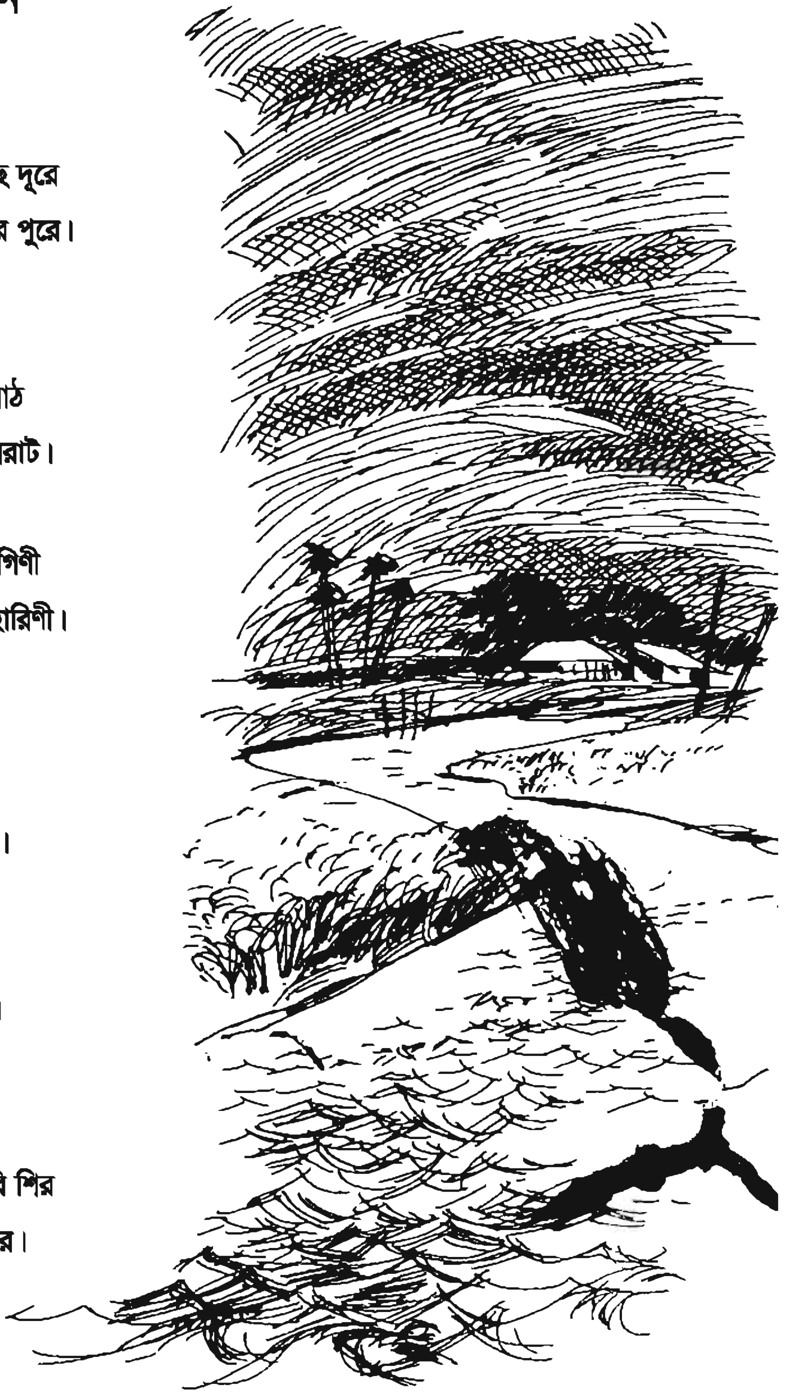

দিনের আলোক রেখা মিলায়েছে দূরে
নেমে আসে সন্ধ্যা ধীরে ধরণীর পুরে।
তিমির ফেলেছে ছায়া,
ঘিরে আসে কাল মায়া,
প্রান্তর-কানন-গিরি পল্লী বাট মাঠ
একাকার হয়ে আসে আকাশ বিরাট।

থেমে আসে রাখালের বেণুর রাগিণী
বিহঙ্গের কুহু-কেকা, মানস-হারিণী।
কোলাহল কলরব
নীরব হয়েছে সব,
আঁধার নদীর শুধু মৃদু কলগান,
জাগে শুধু সুদূরের স্বপন সমান।

শান্তির পরশ লাগি নত হয় মন
পরিপূর্ণ শুচিতায় আকাশ ভুবন।
এই শুচি শান্তি মাঝে
আজি এ নীরব সাঁঝে
তাঁহারি উদ্দেশে মোরা নত করি শির
দয়ার পয়োধি যিনি স্রষ্টা ধরণীর।

শব্দার্থ ও টীকা

ধরণীর পুরে— পৃথিবীরূপ আলয়ে বা গৃহে।

তিমির— অন্ধকার।

তিমির ফেলেছে ছায়া— অন্ধকারে ঢেকেছে চার দিক।

প্রান্তর— মাঠ।

কানন— বাগান, উদ্যান, বন, উপবন।

গিরি— পর্বত, পাহাড়।

বাট— পথ, রাস্তা।

বেণুর রাগিণী— বাঁশির সুর।

বিহঙ্গ— পাখি।

কুহু— কোকিলের ডাক।

কেকা— ময়ূরের ডাক।

কুহু-কেকা— কোকিল ও ময়ূরের ডাক (এখানে সাধারণভাবে পাখির কলকাকলি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

মানস-হারিণী— মন হরণ করে যে, মনোমুগ্ধকর।

কলগান— জলের কলকল ধ্বনি।

শুচিতা— পবিত্রতা।

ভুবন— পৃথিবী।

শুচি— পবিত্র।

পরিপূর্ণ শুচিতায় আকাশ ভুবন— সমস্ত পৃথিবী ও আকাশে এমন একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যাতে সব কিছুই মনে হচ্ছে নির্মল, নীরব ও পবিত্র।

পয়োধি— সমুদ্র।

পাঠ-পরিচিতি

'সন্ধ্যা' কবিতায় চমৎকারভাবে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন দিনের অবসানে সান্ধ্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ-শান্ত রূপ।

দিনের আলো নিভে এলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে সন্ধ্যার ছায়া। ক্রমে রাতের আঁধার আচ্ছন্ন করে ফেলে চারপাশ। পল্লী জনপদ, পাহাড় বনানী—সব কিছুই ঢাকা পড়ে কালো অন্ধকারে। রাখালের বাঁশির সুর আর বাজে না, পাখির কলকাকলি থেমে যায়, নীরব হয়ে যায় কর্মক্ষেত্রের কোলাহল। কেবল বহু দূরের আঁধার ঘেরা নদীর বুক থেকে ভেসে-আসা কলসংগীত সৃষ্টি করে স্বপ্নিল পরিবেশ।

সন্ধ্যার এই শান্ত স্নিগ্ধ নীরবতা সমস্ত প্রকৃতিকে এক অনাবিল পবিত্রতায় ভরিয়ে দেয়। নীরব সন্ধ্যায় ঐ পবিত্র পরিবেশে আমাদের মনও আপনা থেকেই নত হয় সেই পরম করুণাময়ের উদ্দেশে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এই জগৎ।

কবি-পরিচিতি

সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করলেও শাহাদাৎ হোসেন প্রধানত কবি ও নাট্যকার হিসেবেই বিশিষ্টতা অর্জন করেন।

কর্মজীবনে কখনো শিক্ষক, কখনো গ্রন্থাগারিক, কখনো সম্পাদক ছিলেন। দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন সাংবাদিক হিসেবে। পরে বেতারকেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও শিশুতোষ রচনা মিলিয়ে ত্রিশটির বেশি গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর গ্রন্থগুলো হচ্ছে : 'মোহনভোগ', 'ছেলেদের গল্প', 'বেগম নূরজাহান', 'গুলবদন', 'জাহানারা', 'জেবুন্নেছা', 'বালিকা জীবন', 'সুরুচি পাঠ'।

শাহাদাৎ হোসেনের জন্ম ১৮৯৩ সালে, পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগনা জেলায় পণ্ডিতপোল গ্রামে। ১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'তিমির ফেলেছে ছায়া'—কথাগুলো কোন সময়কে নির্দেশ করে?

ক. গোধূলি খ. সন্ধ্যা

গ. রাত ঘ. ঊষা

২. সন্ধ্যার আগমনে কোন ধ্বনি কানে আসে?

ক. বাঁশির সুর খ. কোকিলের ডাক

গ. ময়ূরের ডাক ঘ. নদীর কলগান

৩. সন্ধ্যার শান্ত স্নিগ্ধ নীরবতা সমস্ত প্রকৃতিকে করে তোলে—

i. নীরব

ii. পবিত্র

iii. মনোমুগ্ধকর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের কবিতা–অংশটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তিমির ফেলেছে ছায়া,
ঘিরে আসে কাল মায়া
প্রান্তর–কানন–গিরি পল্লী বাট মাঠ
একাকার হয়ে আসে আকাশ বিরাট।

ক. উদ্ধৃতিটির মধ্যে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?

খ. 'তিমির ফেলেছে ছায়া, ঘিরে আসে কাল মায়া'—এই অংশটুকুর ভাবার্থ লেখ।

গ. উপরের অংশ অবলম্বনে প্রকৃতির বিশেষ রূপের পরিচয় দাও।

ঘ. উদ্ধৃতাংশে সন্ধ্যাকালীন পল্লীপ্রকৃতির যে স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শান্তির পরশ লাগি নত হয় মন
পরিপূর্ণ শুচিতায় আকাশ ভুবন।
এই শুচি শান্তি মাঝে
আজি এ নীরব সাঁঝে
তাঁহারি উদ্দেশে মোরা নত করি শির

ক. কার উদ্দেশে আমরা মাথা নত করি?

খ. আকাশ ভুবন পরিপূর্ণ রূপে শুচি হয়ে ওঠে কীভাবে?

গ. উদ্ধৃতি অবলম্বনে সন্ধ্যার প্রার্থনার পরিবেশের পরিচয় দাও।

ঘ. উদ্ধৃতাংশে প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে সাদৃশ্য লক্ষণীয় তা বিশ্লেষণ কর।

বৃষ্টি

ফররুখ আহমদ

বৃষ্টি এল বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি।—পদ্মা মেঘনার
দু পাশে আবাদী গ্রামে, বৃষ্টি এল পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায় ;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।
বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
দিক-দিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার
রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।

রুগ্ণ বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ অসমান, শোনে সেই বর্ষণের সুর,
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন,
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর, বন্ধুর,
যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন
যেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ন মেদুর।

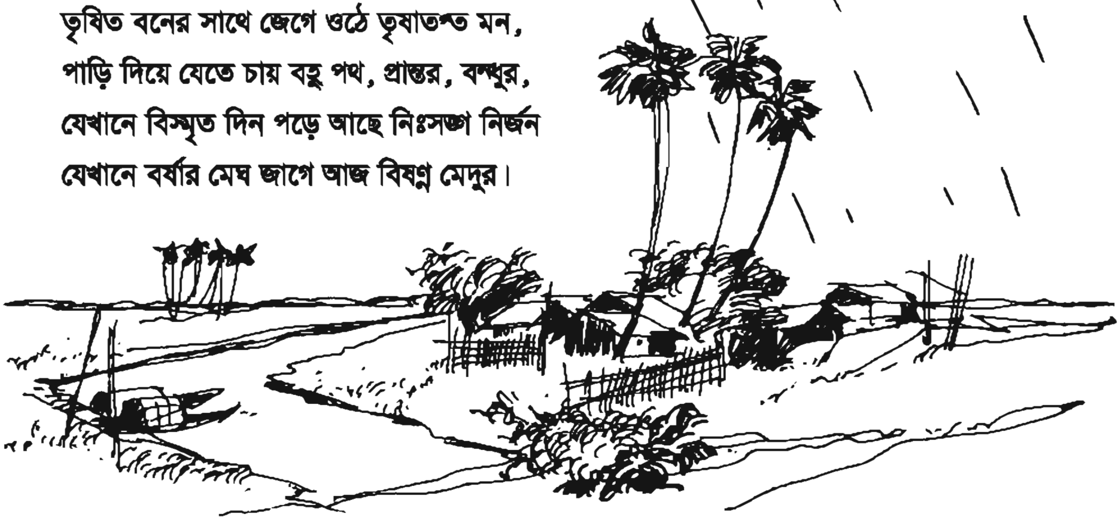

শব্দার্থ ও টীকা

প্রতীক্ষিত— যার জন্যে অপেক্ষা করা হয়েছে এমন।

আবাদী— চাষের উপযুক্ত, চাষের জন্যে তৈরি।

বিদগ্ধ আকাশ— অত্যন্ত শুষ্ক ও তপ্ত আকাশ।

কাজল ছায়ায়— কাজলের মতো কালো মেঘের ছায়ায়।

বিদ্যুৎ-রূপসী পরী— বিদ্যুৎ হচ্ছে এক ঝলক প্রচণ্ড আলোর চমক, মেঘে মেঘে ঘর্ষণে যার সৃষ্টি। কবি এখানে বিদ্যুৎকে কল্পনা করেছেন রূপসী পরী হিসেবে। বাস্তবে পরীর কোনো অস্তিত্ব নেই। রূপকথায় আমরা যে পরীদের কথা জানতে পারি, তারা আসলে কল্পনার সৃষ্টি। রূপকথার গল্প অনুসারে এরা কল্পিত হয়েছে ডানাওয়ালা সুন্দরী নারী হিসেবে। এরা ডানা মেলে আকাশে ভেসে বেড়ায় আর বাস করে কল্পলোকে।

সওয়ার— আরোহী।

বিদ্যুৎ-রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার— কবি কল্পনা করেছেন : রুপালি আলোর চমক হেনে বিদ্যুৎ-পরীরা যেন অসংখ্য মেঘের পিঠে সওয়ার হয়ে আকাশে ছুটোছুটি করছে।

বর্ষণ-মুখর দিনে— অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে এমন দিনে।

কেয়া— এক রকম গাছ ও তার ফুল, কেতকী। কেয়া গাছ সাধারণত জলাশয়ের কাছে আর্দ্র মাটিতে জন্মায়। সাধারণত এ জাতীয় গাছে কাণ্ড থেকে ঠেসমূল বের হয়। বর্ষাকালে এই গাছে অসংখ্য ছোট ছোট সুগন্ধী ফুল ফোটে।

শিহরায়— রোমাঞ্চিত হয়।

দিক-দিগন্তের— চার দিকে আকাশ যেখানে মিলেছে বলে মনে হয় এমন দূরাঞ্চলের।

আভা— আলো, দীপ্তি, বর্ণ।

রৌদ্র-দগ্ধ— রোদে পোড়া।

নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার— গ্রীষ্মে প্রচণ্ড সূর্যতাপে নদীর পানি শুকিয়ে যায়। কোথাও কোথাও দেখা যায় ফাটল। কিন্তু বর্ষা নামলে বৃষ্টির স্নিগ্ধ পরশে ফাটল মুছে যায়। বন্যার জল কানায় কানায় ভরে ওঠা নদীর বুক উপচে পড়ে। আর নিয়ে আসে আসন্ন ফসলের অযুত সম্ভাবনা। প্রকৃতিতে নতুন জীবনের সম্ভাবনাময় সমারোহকে কবি দেখেছেন পূর্ণ প্রাণের জোয়ার হিসেবে।

রুগ্ণ বৃদ্ধ ভিখারীর.... শোনে সেই বর্ষণের সুর— কবি এখানে গ্রীষ্মের শুষ্ক, খটখটে ফাটলধরা ফসলের মাঠকে তুলনা করেছেন রুগ্ণ বৃদ্ধ ভিখারীর অস্থিচর্মসার, রগওঠা হাতের সঙ্গে। শুকনো রুক্ষ মাঠ যেন পিপাসিত মন নিয়ে অধীর হয়ে ছিল বৃষ্টির অপেক্ষায়। এখন বৃষ্টি আসায় সে তৃপ্ত মনে শোনে বৃষ্টির রিমঝিম ধ্বনি। এখানে রুক্ষ মাঠের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন কবি। কবিতায় এটি ভাব প্রকাশের একটি সুন্দর রীতি।

তৃষিত— তৃষ্ণার্ত, পিপাসিত।

তৃষাতপ্ত— তৃষ্ণায় আকুল বা পিপাসাকাতর অর্থে ব্যবহৃত।

বন্ধুর— অসমতল, উঁচুনিচু।

তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন— প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রখরতায় সবুজের আধার বনও হয়ে পড়ে নির্জীব। পানির জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে বন-বনানী। গ্রীষ্মের রৌদ্র দাহনে প্রকৃতির মতো মানুষের মনও হয়ে পড়ে তৃষ্ণাকাতর।

বিস্মৃত— ভুলে যাওয়া হয়েছে এমন, মনে নেই এমন।

মেদুর— মৃদু, কোমল, স্নিগ্ধ।

যেখানে বিস্মৃত দিন...... আজ বিষণ্ন মেদুর— বর্ষা কেবল মানুষের তৃষ্ণাকাতর মনে পরিতৃপ্তি এবং অস্বস্তিকর মনে স্নিগ্ধ প্রশান্তি আনে না, তার মনে নানা স্মৃতিও জাগিয়ে তোলে, বহু স্মৃতিতে আচ্ছন্ন পথ বেয়ে তার মনকে নিয়ে যায় অতীতের কোনো বর্ষাস্নাত স্মৃতিময় দিনে। এভাবে আজকের বর্ষার দিনটিতে তার মনে ঢেউ তোলে স্মৃতিময় কোনো দিনের উদাস বিষণ্ন আভাস।

পাঠ–পরিচিতি

'বৃষ্টি' কবিতায় কবি প্রকৃতির বুকে ও মানবমনে বৃষ্টির আবেদনকে ভাষারূপ দিয়েছেন।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপে বাংলার শ্যামল প্রকৃতি যখন হয়ে ওঠে নির্জীব, রুক্ষ ও তৃষ্ণাকাতর, তখন এক সময় হাওয়ার ছন্দে ভর করে নেমে আসে বহুপ্রতীক্ষিত বৃষ্টি। তার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় প্রকৃতি হয় পরিতৃপ্ত। সর্বত্র জাগে প্রাণের শিহরণ। মাঠ, ঘাট, প্রান্তর আর বন–বনানীতে আসে সজীব প্রাণের জোয়ার।

বৃষ্টি কেবল তৃষ্ণার্ত প্রকৃতিকেই পরিতৃপ্তি দেয় না, মানুষের আকুল, অধীর মনেও বৃষ্টি আনে কোমল স্নিগ্ধতার পরশ। আর সেই স্নিগ্ধ কোমল ছোঁয়া লেগে মানুষের মন ওঠে দুলে। সে মন কত না স্মৃতিতে আচ্ছন্ন পথ পেরিয়ে চলে যায় অতীতের স্মৃতিঘেরা কোনো এক বর্ষার দিনে, যেদিনের স্মৃতি এখনও তার মনকে বিভোর করে তোলে বিষণ্ন কোমল উদাস কল্পনায়।

কবি–পরিচিতি

কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ সালে ১০ই জুন মাগুরা জেলার মাঝ–আইল গ্রামে। ঐতিহ্যসচেতন কবি হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। কবিতায় আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার নিয়ে তিনি বহু পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেন।

১৯৪৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ, কাব্যনাট্য ও কাহিনীকাব্য প্রকাশিত হয়েছে।

ফররুখ আহমদের কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে 'ঢাকা বেতারে'। তিনি শিশু–কিশোরদের জন্যে বেশ কিছু কবিতা ও ছড়া লিখে গেছেন। এগুলো সংকলিত হয়েছে তাঁর 'পাখির বাসা', 'নতুন লেখা', 'হরফের ছড়া', 'ছড়ার আসর' ইত্যাদি গ্রন্থে।

তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার ও মরণোত্তর 'একুশে পদকে' ভূষিত হয়েছেন। ১৯৭৪ সালে ১৯শে অক্টোবর ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফররুখ আহমদ ছিলেন—

ক. সমাজসচেতনতার কবি খ. প্রকৃতির কবি

গ. ঐতিহ্যসচেতনতার কবি ঘ. ধর্মীয় অনুভূতির কবি

২. 'বৃষ্টি' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন

ক. গ্রীষ্মকালীন প্রকৃতির রূপ খ. বর্ষাকালীন প্রকৃতির রূপ

গ. শরৎকালীন প্রকৃতির রূপ ঘ. হেমন্তকালীন প্রকৃতির রূপ

নিচের অংশটুকু পড়ে ৩–৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

দিক–দিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার
রৌদ্র–দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।

৩. উদ্বৃতাংশের পূর্বের পঙ্‌ক্তি—

ক. বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
খ. বৃষ্টি এল বহু প্রতিক্ষিত বৃষ্টি। পদ্মা মেঘনার
গ. বিদ্যুৎ–রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার
ঘ. বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;

৪. ধানখেত বৃষ্টির স্পর্শ পেতে চায় কারণ ধানখেত

i. গ্রীষ্মের রৌদ্রে দগ্ধীভূত
ii. বৃষ্টির পরশে শীতল হতে চায়
iii. বৃষ্টির পানিতে একাকার হতে চায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও ii
গ. ii　　ঘ. ii ও iii

৫. উদ্ধৃতাংশে ব্যবহৃত হয়েছে—

ক. মিত্রাক্ষর ছন্দ　　খ. আমিত্রাক্ষর ছন্দ
গ. অক্ষরবৃত্ত ছন্দ　　ঘ. স্বরবৃত্ত ছন্দ

সৃজনশীল প্রশ্ন

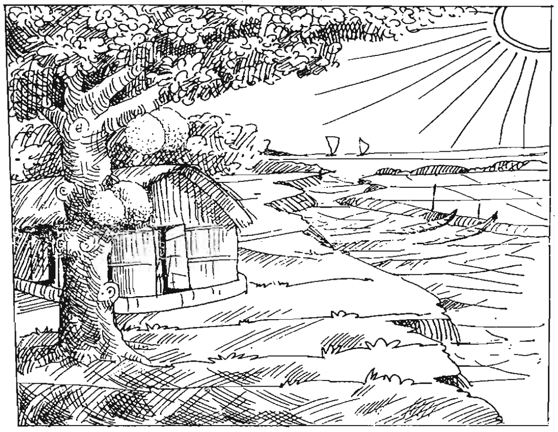

‘ক’ গ্রীষ্মকালীন মাঠের চিত্র

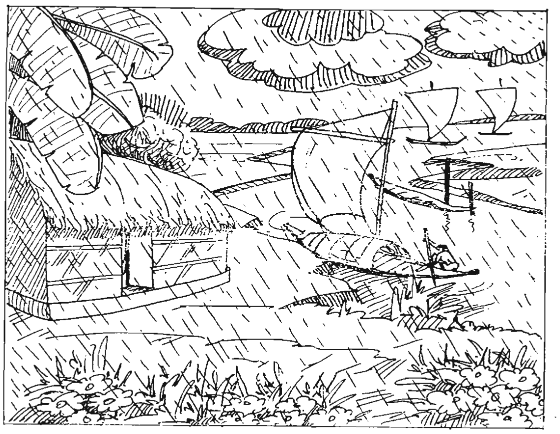

‘খ’ বর্ষার প্রারম্ভের ছবি

ক. চিত্র ‘ক’ এবং চিত্র ‘খ’তে কী দেখানো হয়েছে?
খ. তোমার পঠিত ‘বৃষ্টি’ কবিতার চিত্রকল্পের সঙ্গে উল্লিখিত চিত্র দুটির (ক ও খ) কীরূপ সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর।
গ. চিত্রে প্রদর্শিত প্রকৃতি মানবমনকে কীভাবে সতেজ করে ‘বৃষ্টি’ কবিতার আলোকে যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
ঘ. তোমার অভিজ্ঞতার আলোকে বৃষ্টি–পরবর্তী প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

একটি পাখি

শামসুর রাহমান

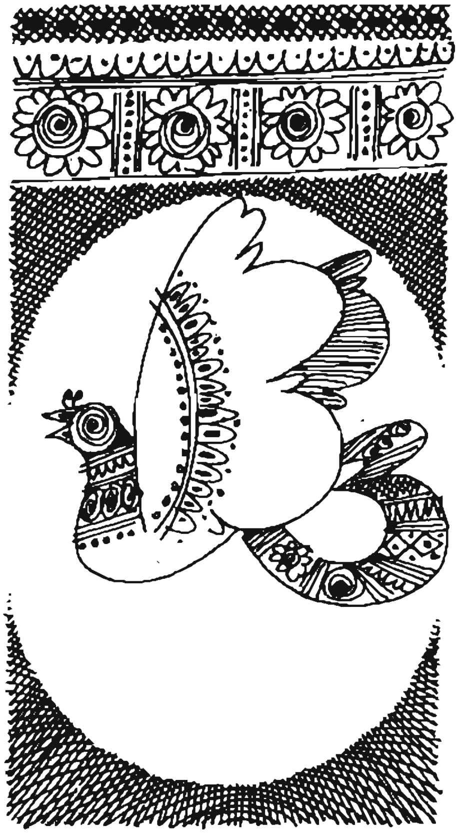

বহু দূরের পথ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে
এই শহরে আসবে উড়ে
একটি পাখি ভাল।
তার দু চোখে মায়াপুরীর ছায়া আছে,
দূর পাতালের স্বপ্ন আছে,
আছে তারার আলো।

সেই পাখিটা এই শহরে আসবে বলে
পথের ধারে ভিড় জমেছে,
সবাই তাকায় দূরে।
চোখগুলো সব আকাশ পারে বেড়ায় সেই—
মস্ত রঙিন পাখা নেড়ে
আসবে পাখি উড়ে।

রাঙা ঠোঁটের সেই পাখিটা ঝড়ে-কাঁপা
আকাশ ছেড়ে নামবে পথে,
সবাই নেবে পিছু।
সেই পাখিটা স্বর্গপথের নানান গানে
শহরটাকে করবে মধুর,
বলবে খবর কিছু।

কিন্তু কোথায় সেই পাখিটা? এই শহরে
বাজল না তার পাখা দুটি।
আকাশ করে ধু-ধু।
শহরবাসী ক্লান্ত হয়ে ফিরল ঘরে,
সবাই ঘুমে সেই পাখিটার
স্বপ্ন দেখে শুধু।

শব্দার্থ ও টীকা

মায়াপুরী— কল্পলোক, স্বপ্নপুরী।

মায়াপুরীর ছায়া— স্বপ্নপুরী অপূর্ব সুন্দর। সেখানকার জীবন সুখের ও আনন্দের। পাখির চোখে আছে সেই স্বপ্নপুরীর ইশারা।

পাতাল— মাটির নিচের রহস্যময় জগৎ।

দূর পাতালের স্বপ্ন— অনেক বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করে রূপকথার রাজপুত্র পাতালপুরীতে যায়। রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে সে রচনা করে সুখী জীবন। পাখির চোখে সেই সুখময় জীবন রচনার ইঙ্গিত।

তারার আলো— আনন্দময় জীবনের হাতছানি।

স্বর্গপথের নানান গানে— আনন্দময় সুখী জীবনের যাত্রাপথের উজ্জীবন সংগীতে।

বলবে খবর কিছু— সুন্দর ভবিষ্যতের আশ্বাস ও ইঙ্গিত দেবে।

সবাই ঘুমে সেই পাখিটার স্বপ্ন দেখে শুধু— সুখী জীবন লাভের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত হয়তো সফল হয় না। কিন্তু মানুষ সেই প্রত্যাশাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। সুখী–জীবনের স্বপ্ন নিয়ে সে বাঁচে।

পাঠ–পরিচিতি

'একটি পাখি' কবিতায় মানুষের সুখী জীবনের প্রত্যাশাকে কবি পাখির প্রতীকে প্রকাশ করেছেন।

বহু দূরের আকাশ–পথ পাড়ি দিয়ে, বন–বনান্তর অতিক্রম করে, দু চোখে স্বপ্নিল মায়া ও বর্ণিল সুখময় জীবনের হাতছানি নিয়ে একটি পাখি আসবে; সেই পাখিটি মানুষের জীবনে নিয়ে আসবে সুখময়, আনন্দময় জীবনের নতুন আশ্বাস—এ প্রত্যাশায় পথের ধারে ভিড় জমেছে শহরবাসী লোকের। সবারই চোখের দৃষ্টি আকাশের দিকে—কখন সেই পাখি উড়ে আসবে আকাশপথে। কিন্তু আশার আলো নিয়ে সেই রঙিন পাখি এল না। দীর্ঘ অপেক্ষায় তাকিয়ে থেকে এক সময় ক্লান্ত–শ্রান্ত নগরবাসী ঘরে ফিরল গভীর হতাশা নিয়ে। আর ধু–ধু আকাশে ছড়িয়ে রইল হতাশার বিশাল শূন্যতা।

সুখ নামের পাখিটি আসে না, কিন্তু তবু মানুষের আশার শেষ হয় না। তাদের স্বপ্ন–কল্পনায় নিরন্তর অনুরণিত হতে থাকে সুখের আশ্বাসের প্রতীক সেই রঙিন পাখির জন্যে প্রত্যাশা।

কবি–পরিচিতি

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের এক জন প্রধান কবি। নাগরিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, গণ–আন্দোলন তাঁর কবিতায় নানা অনুভূতিতে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর কবিতা তাই দেশপ্রেম ও সামাজিক সচেতনতায় সতেজ ও দীপ্ত।

শামসুর রাহমান পেশায় সাংবাদিক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি 'মর্নিং নিউজ', 'রেডিও বাংলাদেশ', 'দৈনিক গণশক্তি' ইত্যাদি পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় এক দশক তিনি ছিলেন 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক।

এ পর্যন্ত তাঁর ৪০টিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এ ছাড়া উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথাও লিখেছেন তিনি। শিশুদের জন্যও শামসুর রাহমান চমৎকার কবিতা লিখেছেন। 'এলাটিং বেলাটিং', 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেব', 'গোলাপ ফোটে খুকির হাতে' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য ছড়া ও কবিতার বই।

সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে এই জননন্দিত কবি বেশ কিছু পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, মিতসুবিশি পুরস্কার ইত্যাদি।

শামসুর রাহমানের জন্ম ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর ঢাকায়। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদীর পাহাড়তলী গ্রামে।

তিনি ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি কবি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ?

ক. দুঃসময়ের মুখোমুখি	খ. সাঁঝের মায়া
গ. রূপসী বাংলা	ঘ. কখনো রং কখনো সুর

২. 'পাখি' প্রতীকটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. স্বপ্নিল মায়া	খ. সুখময় জীবন
গ. সুখের প্রত্যাশা	ঘ. বিশাল শূন্যতা

উদ্ধৃতিটি পড় এবং ৩, ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্বপ্নপুরীর ইশারা নিয়ে সুখপাখিটি আসে না। কিন্তু সময়ক্লান্ত নগরবাসী প্রত্যাশার স্বপ্ন দেখে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় পার করে দেয়। চারিদিকে থাকে হতাশার বিশাল শূন্যতা।

৩. 'স্বপ্নপুরীর ইশারা' বলতে কী বোঝায়?

ক. সুখী ও আনন্দময় জীবনের ইঙ্গিত
খ. কল্পলোকের মায়াবী ছোঁয়া
গ. স্বর্গের স্বপ্নমাখা ছোঁয়া
ঘ. মিথ্যা প্রতারণা

৪. উদ্ধৃত অংশের সমাপ্তিসূচক বক্তব্য কী?

ক. নগরবাসীর প্রত্যাশা কখনো পূরণ হয় না
খ. সুখী জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে পাখি আসে
গ. এই দূরের পাখি সুখের প্রতীক
ঘ. জীবনের স্বপ্ন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে

৫. পাখির জন্য প্রত্যাশা কার?

ক. নগরবাসীর	খ. গ্রামবাসীর
গ. দেশবাসীর	ঘ. দরিদ্র জনগণের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

সুখময় বর্ণময় জীবনের প্রত্যাশা বিরাজমান প্রতিটি মানুষের মধ্যে। দুঃখ, দারিদ্র্য, হতাশা, গ্লানি যখন মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তোলে তখন মানুষ স্বপ্ন ও কল্পনায় সুখের আশ্বাস খোঁজে। এই প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত হয়তো পূরণ হয় না, কিন্তু রঙিন স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে।

ক. সুখময় জীবনের প্রত্যাশাকে কবি শামসুর রাহমান কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
খ. 'মানুষ স্বপ্ন ও কল্পনায় সুখের আশ্বাস খোঁজে' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. অনুচ্ছেদের বর্ণনার সাথে তোমার পঠিত 'একটি পাখি' কবিতার বক্তব্যের কতটুকু মিল আছে—বর্ণনা কর।
ঘ. 'রঙিন স্বপ্ন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে' উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. কবিতাংশটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

বহু দূরের পথ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে,
এই শহরে আসবে উড়ে
একটি পাখি ভালো।
তার দু চোখে মায়াপুরীর ছায়া আছে,
দূর পাতালের স্বপ্ন আছে,
আছে তারার আলো।

ক. কবিতাংশটুকু কোন কবির রচনা?

খ. 'পাখি' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তার আগমনের কারণ কী—বুঝিয়ে লেখ।

গ. 'উদ্দীপকে যে বর্ণনা দেওয়া আছে তার বাস্তবায়ন হলে শহরের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে' মন্তব্যটি নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিতাংশটির বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

ছিন্ন মুকুল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সবচেয়ে যে ছোট পিঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোট থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে;
বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সবচেয়ে যে অল্পে ছিল খুশি,
খুশি ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি করে,
ছেড়ে গেছে পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি;
ভয়–তরাসে ছিল যে সবচেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি।

হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে, ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশি,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি,
দুধে-ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি;
ঢুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশানবাসী!

সবচেয়ে যে ছোট কাপড়গুলি,
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে;
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোট
আজকে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে।
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।

শব্দার্থ ও টীকা

পিঁড়ি— কাঠের ছোট নিচু আসন।

ভয়-তরাসে ছিল যে সবচেয়ে— সামান্য কারণেই যে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ত।

আঁধার ঘরের চাবি— মৃত্যুরূপ অন্ধকার ঘরের চাবি।

ভয়-তরাসে ছিল যে সব চেয়ে, সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি— যে অন্ধকারে একা থাকতে ভয় পেত, সে-ই মৃত্যুরূপ অন্ধকার ঘরের চাবি খুলে তার ভেতর চিরতরে আশ্রয় নিয়েছে।

বোল— ধ্বনি, শিশুর আধো আধো কথা।

বোল্-বলা সেই বাঁশি— শিশুর আধো আধো বোল বলা সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর। শিশুর কণ্ঠস্বর শুনলে মনে হত যেন বাঁশি থেকে সুর বের হচ্ছে।

দুধে-ধোয়া— দুধের মতো সাদা রঙের।

শ্মশান— মৃতদেহ দাহ করার স্থান।

ঢুকেছে হায় শ্মশান ঘরের মাঝে, ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশানবাসী— প্রিয়জনের স্নেহ-মমতা ভরা ঘর ছেড়ে শিশু চলে গেছে শ্মশানে। প্রিয়জনের মমতাময় হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে শ্মশানের কঠিন নিষ্ঠুরতা।

শ্মশানবাসী— শ্মশানে বসবাসকারী।

ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে, সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে— সংসার ও হৃদয়ের এক কোণে জায়গা করে নিয়েছিল ছোট্ট শিশুটি। সে আজ নেই; অন্য সবাই থাকলেও সমস্ত ঘরই যেন শূন্য হয়ে গেছে।

পাঠ–পরিচিতি

ছোট শিশু আর শিশুমন অনাবিল হাসি ও প্রাণচঞ্চল সজীবতা দিয়ে আমাদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। আমাদের অনেক শূন্যতাকে ভরিয়ে তোলে সে তার আবেগ ও মাধুর্য দিয়ে। তার অকালমৃত্যুতেই কেবল আমরা অনুভব করতে পারি—তাকে হারানোর বেদনা কত তীব্র, কত মর্মান্তিক।

'ছিন্ন মুকুল' কবিতাটি এমনি এক শিশুর অকালমৃত্যুর বেদনায় ভরা। শিশুটির স্মৃতি ছড়িয়ে আছে তার রেখে–যাওয়া আদরের ছোট পিঁড়ি, ছোট থালা, ছোট গেলাসে। যাকে না খাইয়ে কেউ খেতে বসত না, তাকে না খাইয়ে এখন যখন সবাইকে খেতে হয়, তখন মর্মান্তিক দুঃখে ভরে যায় মন।

যে শিশু ছিল অল্পে সন্তুষ্ট, প্রিয় খেলনা আর মায়ের কোলের দাবি—সব ত্যাগ করে সে চলে গেছে চিরতরে। সে থাকত সবার গা ঘেঁষে, অন্ধকারে একলা থাকতে ভয় পেত, সে চলে গেছে সবাইকে ছেড়ে একলা, চলে গেছে একাকী মহা অন্ধকারময় মৃত্যুঘরের চাবি খুলে। তার আধো আধো সুললিত মধুর কথা আর শোনা যায় না। তার দুধে–ধোয়া দাঁতের হাসি হারিয়ে গেছে চিরতরে। প্রিয়জনের মমতার ঘর ছেড়ে সে চলে গেছে শ্মশানঘরের অজানা লোকে।

তার ছোট কাপড় আর রোদে মেলা হয় না। তার ছোট বিছানা এখন শূন্য। সে এসেছিল সবার শেষে, কিন্তু চলে গেছে সবার আগে। ঘরের সামান্য একটু জায়গা নিয়ে সে থাকত। কিন্তু সে চলে যাওয়ায় এখন সারা ঘর জুড়ে শূন্যতার হাহাকার। শূন্যতার হাহাকার প্রিয়জনদের অন্তর জুড়ে।

কবি–পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যে 'ছন্দের জাদুকর' হিসেবে খ্যাত। নানা ছন্দে তিনি কবিতা লিখেছেন এবং বাংলা ও বিদেশী নানা ছন্দ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন, নতুন নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেছেন।

কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্র অনুসারী কবি। কিন্তু কবিতায় ছন্দের বৈচিত্র্য এনে তিনি বাংলা কাব্যে পৃথক স্থান করে নেন। তিনি আরবি, ফারসি, ইংরেজিসহ অনেকগুলো ভাষা জানতেন। বাংলা ভাষায় তিনি প্রচুর অনুবাদ কবিতা রচনা করেন। তিনি পবিত্র কোরানের বাণীকে বাংলা কবিতায় রূপ দিয়ে কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন এবং অনেকগুলো বিদেশী কবিতা অনুবাদ করেছেন। উপন্যাস, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা এবং অনুবাদ করলেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবি হিসেবেই সুপরিচিত। তাঁর প্রায় ১৬টি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। শিশু ও কিশোরদের জন্যে লেখা তাঁর কবিতাগুলো 'শিশু কবিতা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর জন্ম ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ছোট্ট পিঁড়িখানি কেউ পেতে রাখে না কারণ শিশুটি

ক. বেড়াতে গেছে খ. মারা গেছে

গ. লুকিয়ে আছে ঘ. স্কুলে গেছে

২. বাড়ির সবচেয়ে যে ছোট তাকে কেউ খেতে ডাকে না কেন?

ক. তার খাওয়া হয়ে গেছে খ. তার ক্ষুধা নাই

গ. সে ঘুমিয়ে পড়েছে ঘ. তার মৃত্যু হয়েছে

৩. ভয়–তরাসে ছিল যে সবচেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি
এখানে 'আঁধার ঘর' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. অন্ধকার ঘর
খ. আলোকবিহীন ঘর
গ. কবরস্থান
ঘ. মৃত্যুরূপ অন্ধকার ঘর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহিম সাহেবের ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল। মেয়েকে নিয়ে তার পরিবারে আনন্দের সীমা ছিল না। হঠাৎ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মেয়েটি মারা যায়। মেয়ে নেই রয়েছে তার স্মৃতি। এখন মেয়ের ব্যবহৃত থালা, বাটি, গেলাস, বিছানা, পুতুল, মালা, কাপড়–চোপড় নিয়ে তারা স্মৃতিচারণ করে। ঘরের সর্বত্রই মেয়ের স্মৃতি। স্মৃতি তাদের সর্বদা তাড়িত করে।

ক. উল্লিখিত অনুচ্ছেদে ছোট শিশুর কোন কোন জিনিস তার মৃত্যুর বেদনাময় স্মৃতি বহন করে?
খ. ছোট শিশুর স্মৃতি পিতামাতাকে কীভাবে তাড়িত করে তা ব্যাখ্যা কর।
গ. উল্লিখিত অনুচ্ছেদে যে মর্মকথা প্রকাশ পেয়েছে তার সাথে তোমার পঠিত 'ছিন্ন মুকুল' কবিতার যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'মেয়ে নেই রয়েছে তার স্মৃতি' উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে
ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।

ক. উল্লিখিত চরণ কয়টি কোন কবির লেখা?
খ. 'সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল সেই গিয়েছে সবার আগে সরে'–ব্যাখ্যা কর।
গ. ছোট শিশুর অকালমৃত্যু মানুষকে কীভাবে পীড়া দেয়—যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।
ঘ. 'সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে' কথাগুলো বিশ্লেষণ কর।

আমার এ দেশ

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

আমার এ দেশে
যেখানে উর্বর মাটিতে অঙ্কুর মাথা তোলে
ভাঙ্গা দেয়ালের ফাটলেও বুনো লতায় ধরে ফুল
শালিক ময়নার ঝাঁক উড়ে আসে ধানখেতে
বনবনান্তে পাখিরা গান গায়,
        শাখায় শাখায় উড়ে উড়ে চলে।
বধূ শিশুকে নাচায়
খঞ্জন নাচে আঙিনায়
কৃষাণী সোনার ধানে ভরে গোলা
হর্ষে বেজে ওঠে হাতের কাঁকন।
        বৈকালের হলুদ রোদে
        চুল এলিয়ে বসে তরকারি কুটে কুটে রাখে টুকরিতে
        কেউবা বানায় নানারকম পিঠে।
নদীর রুপালি জলে দিন শেষে
        সোনা রং ঝিকমিক করে
গড়ে তোলে যেন রূপকথার রাজ্য
সন্ধ্যা নেমে আসে
রাখালের ক্লান্ত বাঁশি থামে
        ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে
        সন্ধ্যার প্রদীপ।
এই যে সুন্দর মায়াপুরী
এ আমার দেশ।

শব্দার্থ ও টীকা

উর্বর– প্রচুর উৎপাদন করতে পারে এমন।

অঙ্কুর– বীজ থেকে প্রথম যা বের হয়।

হর্ষ– আনন্দ, পুলক।

কাঁকন– মেয়েদের এক ধরনের অলংকার, কঙ্কন।

পাঠ–পরিচিতি

এদেশের উর্বর প্রকৃতি ফুল–ফলে শোভিত। পাখ–পাখালির কলকাকলিতে মুখরিত। জননীর পরম স্নেহে বেড়ে ওঠে শিশুরা। গ্রামে গ্রামে কৃষাণীরা কর্মচঞ্চল করে তোলে জীবনকে। দিনের শেষে রুপালি নদী সোনা রঙে ঝিলমিল করে। মনে হয়, রূপকথার রাজ্যে নেমে আসে সন্ধ্যা। রাখালের ক্লান্ত বাঁশির সুর মিলিয়ে যায় দূরে। ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যাপ্রদীপ। এদেশ হয়ে ওঠে মায়াপুরী।

কবি–পরিচিতি

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা অল্প বয়সে পত্র–পত্রিকায় কবিতা লিখে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির রূপ–বৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ আছে। আছে মানুষের সুখ–দুঃখ, আনন্দ–বেদনার আন্তরিক প্রকাশ।

কুসংস্কার, পর্দাপ্রথা ও অশিক্ষাকে তিনি নারীর মানুষ হওয়ার পথে বাধা হিসেবে দেখেছেন। 'পশারিণী' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এর আগে আর কোনো বাঙালি মুসলমান মহিলা কবির কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার জন্ম ১৯০৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাবনা শহরে। ১৯৭৭ সালের ২রা মে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আঙিনায় কী নাচে?

ক. শালিক খ. কাক

গ. ময়না ঘ. খঞ্জন

২. আমার এ দেশ কবিতার মূল উপজীব্য–

ক. বাংলার প্রকৃতি খ. শহুরে জীবন

গ. গ্রামীণ জীবন ঘ. বাংলার ঐতিহ্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুজলা, সুফলা, শস্য–শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ, অপূর্ব এদেশের প্রকৃতি। কর্মচঞ্চল দিনশেষে রুপালি নদী সোনারঙে ঝিলমিল করে। নেমে আসে সন্ধ্যা। এদেশে তাই গ্রামবাংলার জীবনবৈচিত্র্য সকলকেই আকর্ষণ করে। কবি বলেছেন

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।"

ক. উদ্ধৃত অংশটিতে কী উপস্থাপন করা হয়েছে?

খ. গ্রামবাংলার সন্ধ্যা নামার দৃশ্যটি বর্ণনা কর।

গ. 'আমার এ দেশ' কবিতার মূল বক্তব্যের সাথে উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের যে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে
সন্ধ্যার প্রদীপ
এই সে সুন্দর মায়াপুরী
এ আমার দেশ।

ক. উপরের পঙ্‌ক্তিগুলো কোন কবিতার অংশ?

খ. আমাদের দেশকে মায়াপুরী বলা হয়েছে কেন?

গ. সন্ধ্যাকালীন সময় তোমার বাড়ির একটি বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আমাদের গ্রামীণ জীবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

মানুষের সেবা

আবদুল কাদির

হাশরের দিন বলিবেন খোদা—হে আদম সন্তান
তুমি মোরে সেবা কর নাই যবে ছিনু রোগে অজ্ঞান।
মানুষ বলিবে—তুমি প্রভু করতার,
আমরা কেমনে লইব তোমার পরিচর্যার ভার ?
বলিবেন খোদা—দেখনি মানুষ কেঁদেছে রোগের ঘোরে,
তারি শুশ্রূষা করিলে তুমি যে সেথায় পাইতে মোরে।

খোদা বলিবেন—হে আদম সন্তান,
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধায় অন্ন, তুমি কর নাই দান।
মানুষ বলিবে—তুমি জগতের প্রভু,
আমরা কেমনে খাওয়াব তোমারে, সে কাজ কি হয় কভু ?
বলিবেন খোদা—ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে তুমি ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াইতে তারে।

পুনরপি খোদা বলিবেন—শোন হে আদম সন্তান,
পিপাসিত হয়ে গিয়েছিনু আমি, করাওনি জল পান।
মানুষ বলিবে—তুমি জগতের স্বামী,
তোমারে কেমনে পিয়াইব বারি, অধম বান্দা আমি ?
বলিবেন খোদা—তৃষ্ণার্ত তোমা ডেকেছিল জল আশে,
তারে যদি জল দিতে তুমি তাহা পাইতে আমার পাশে।

শব্দার্থ ও টীকা

হাশরের দিন— শেষ বিচারের দিন, কেয়ামতের ধ্বংসের পর পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্য মানুষের পুনরুত্থানের দিন।

আদম— ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মমতে সৃষ্টির প্রথম মানুষ, মানুষের আদি পিতা।

আদম সন্তান— আদমের বংশধর, মানুষ।

ছিনু— ছিলাম।

করতার— স্রষ্টা, আল্লাহ্।

শুশ্রূষা— রোগীর সেবা বা পরিচর্যা।

পুনরপি— আবারও, পুনর্বার, পুনশ্চ।

জগতের স্বামী— জগতের অধিপতি, বিশ্বপতি, স্রষ্টা।

বারি— পানি, জল।

পিয়াইব— পান করাব।

তৃষ্ণার্ত— পিয়াসী, পিপাসার্ত।

আশে— আশায়, প্রত্যাশায়।

পাঠ-পরিচিতি

'মানুষের সেবা' কবিতায় কবি মানুষের ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে মানবসেবার গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্রষ্টার সৃষ্টি মানুষকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে কেবল স্রষ্টার বন্দনা করলেই যে স্রষ্টাকে খুশি করা যায়, তা নয়।

মানুষের ধর্মসাধনায় প্রকৃত সাফল্য আসে দীনহীন মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে। এতেই স্রষ্টা সন্তুষ্ট হন এবং মানবজীবনের সাফল্য অর্জিত হয়।

রোগকাতর মানুষের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে, নিরন্ন মানুষকে ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে, তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মিটিয়েই মানুষ স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আর্ত-পীড়িত মানবতার পাশে সেবা ও কল্যাণের হাত যে বাড়িয়ে দেয়, সে-ই আসলে প্রকৃত পুণ্য অর্জন করে।

কবি-পরিচিতি

আবদুল কাদিরের জন্ম ১লা জুন ১৯০৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আড়াইসিন্ধা গ্রামে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন 'মাহেনও' পত্রিকার সম্পাদক ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রকাশনা কর্মকর্তা।

'দিলরুবা' নামে তাঁর বিখ্যাত একটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর একাধিক কাব্যগ্রন্থ ও বেশ কিছু প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ছন্দের ওপর তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। ছন্দ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'ছান্দসিক কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। নজরুল ও রোকেয়া রচনাবলিসহ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি নজরুল গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৯৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতি হিসেবে তিনি 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' ও 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কারে' সম্মানিত হয়েছেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন দিন খোদা আমাদের জিজ্ঞেস করবেন?

ক. মৃত্যুর দিন খ. জন্মের দিন
গ. হাশরের দিন ঘ. কেয়ামতের দিন

নিচের অংশটুকু পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাদার তেরেসা ছিলেন এক অসাধারণ মানবদরদি। গরিব এবং অসুস্থ মানুষের সেবার জন্য বিভিন্ন দেশে গড়েছিলেন মিশনারিজ অব চ্যারিটি। এই মানবসেবা সংঘের মাধ্যমে তিনি মৃত্যুমুখী অসহায় মানুষ, অনাথ শিশু, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু, কুষ্ঠরোগীদের সেবা দিয়েছেন।

১. 'মানুষের সেবা' কবিতার আলোকে বলা যায় মাদার তেরেসা হচ্ছেন—

i. স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনকারী মানুষ
ii. সম্পদশালী একজন সফল মানুষ
iii. প্রকৃত পুণ্য অর্জনকারী মানুষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

২. 'মানুষের সেবা' কবিতার আলোকে বলা যায় মাদার তেরেসার মতো মানুষ পায় খোদার—

ক. ভালোবাসা খ. করুণা
গ. সান্নিধ্য ঘ. ঘৃণা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রমিত তার বাবার সাথে ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। পথের পাশে শীতে কুঁকড়ে থাকা এক পথশিশুকে দেখে রমিত তার বাবাকে বলল, "বাবা, এই শিশুটির জন্য কি আমরা কিছু করতে পারি না"? তার বাবা বলল, "তুমি কী করতে চাও।" রমিত প্রতিউত্তরে বলল, "আমি চাই আপাতত ছেলেটি শীতের এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাক" রমিতের বাবা পরম স্নেহে পথশিশুটিকে কাছে ডেকে নিল এবং তাকে পাশের মার্কেট থেকে গরম কাপড় ও একটি কম্বল কিনে দিল। রমিতের এ সেবামূলক আচরণে তার বাবা খুবই আনন্দিত হল। কারণ মানুষকে ভালোবাসলেই আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ করা যায়।

ক. রাস্তায় রমিত বাবার নিকট কী অনুরোধ করল?
খ. রমিতের মর্মপীড়ার কারণ বর্ণনা কর।
গ. উদ্ধৃতাংশের সাথে 'মানুষের সেবা' কবিতার মর্মকথার কী সাদৃশ্য লক্ষণীয়? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
ঘ. মানুষকে ভালোবাসলেই আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ করা যায় মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

মানা

সিকান্‌দার আবু জাফর

হাটে–মাঠে–গঞ্জে–ঘাটে সুদূর গাঁয়ের পথে
নদীর তীরে, বালুর চরে, সমুদ্র সৈকতে
ছড়িয়ে আছে জীবন যেন আনন্দে আটখানা
তুমিই যে তার ভাগ নেবে না তোমার শুধু মানা।

ও–জঙ্গালে দোয়েল নাচে, শালিখ ডাকে গাছে
ঘুঘুর ছানা মিটমিটিয়ে হয়তো চেয়ে আছে
বুলবুলিটার লাল টুপিটা দেখার নেশায় মেতে,
টুনটুনি–বৌ অবাক হয়ে রাখে দু চোখ পেতে,
ও–জঙ্গালে বাতাস মিঠে, মিঠে ফুলের হাসি
তারও চেয়ে মধুর মিঠে বাঁশের পাতার বাঁশি
তবুও তোমার ও–দিকটাতে যেতে বিষম মানা,
ছাতিম গাছে লুকিয়ে আছে মুণ্ডু কাটা ডানা।

সাগর দিঘির তীরে তীরে ধান সবুজের মেলা
কচি ধানের হাজার শীষে সোনা রোদের খেলা।
ফড়িং–পায়ের নাচন কেড়ে নাচে মেঘের মায়া।
জল–পুকুরে আকাশ দেখে নিজের সুনীল কায়া।
মাছরাঙা তার রাঙা ঠোঁটের পরখ করে ধার
সাগর–দিঘির চতুর্দিকে খোলা খুশির দ্বার,
তবু তোমার ও–দিকটাতে যেতে বিষম মানা
জলের দানো হঠাৎ রেগে দিতেই পারে হানা।

দক্ষিণে যাও বারণ আছে, পশ্চিমে যাও মানা
উত্তরে যাও নিষেধ আছে, পুবে আগল টানা।
সবাই যখন হাসে–খেলে বন্ধ তোমার খেলা
একলা তোমার চতুর্দিকেই ভয়ের থাবা মেলা।

পালিয়ে যাবে কেবল তখন হার মেনে সব মানা
তুমি যখন সাহস করে হবে হার–না–মানা।

শব্দার্থ ও টীকা

সৈকত— বেলাভূমি, সমুদ্র, নদী প্রভৃতির বালুময় তীর।
বিষম— দারুণ, সাংঘাতিক।
মুণ্ডু— মাথা, মস্তক।
পরখ— পরীক্ষা, যাচাই, বিচার।
দানো— দানব, ভূতপ্রেত।
আগল— দরজার খিল, বাধা, প্রতিবন্ধক।

পাঠ-পরিচিতি

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীবনের কর্মপরিমণ্ডলের বৈচিত্র্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অপার আনন্দ। তা থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন কখনো সার্থক হয়ে ওঠে না।

বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতির আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে নানা সৌন্দর্য ও নানা আকর্ষণ। নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে বন্দি মানুষ বঞ্চিত হয় পাখপাখালির লীলায়িত ভঙ্গি আর কলকাকলি থেকে। সাগর দিঘির স্বচ্ছ পানি, মাঠের সবুজে সোনারোদের হাসি কিংবা জলপুকুরের আয়নায় পড়া সুনীল আকাশের নীলাভ আভা যে রূপের হাতছানি দেয়, তার সৌন্দর্য সে অনুভব করবে কী করে? সেই পথ আগলে ধরে জলের দানোর আতঙ্ক।

বিধি-নিষেধের বেড়াজালে যে মন বন্দি, সে কখনো বেড়াজাল ঘোচাতে পারে না। অদৃশ্য এক মহাভয় দেয়াল দিয়ে থাকে তার চারপাশের পথে।

এক বার সাহস করে সে বেড়াজাল ভাঙতে পারলে পাওয়া যায় মুক্ত জীবনের আনন্দ। নানা সৌন্দর্যের সঙ্গে ঘটে পরিচয়।

কবি-পরিচিতি

এদেশের সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও সাহিত্য সংগঠক সিকান্‌দার আবু জাফর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার, নাট্যকার, গল্পকার ও সাংবাদিক।

সিকান্‌দার আবু জাফরের জন্ম খুলনার তেঁতুলিয়া গ্রামে ১৯১৯ সালে। কর্মজীবনে তিনি প্রধানত সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। পরে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সহযোগী সম্পাদক ও 'দৈনিক মিল্লাত'-এর প্রধান সম্পাদক হন। 'সমকাল' নামে একটি প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিকের প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘ তেরো বছর পর্যন্ত এর সম্পাদনা তাঁর জীবনের অবিস্মরণীর দিক। তাঁর রচিত 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' গানটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছিল।

তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তিনটি উপন্যাস, সাতটি কাব্যগ্রন্থ ও একাধিক নাটক। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে—কিশোর উপন্যাস 'জয়ের পথে' ও জীবনী গ্রন্থ 'নবী কাহিনী'।

সিকান্‌দার আবু জাফর ১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তবুও তোমার ও–দিকটাতে যেতে বিষম মানা
নিচের কোনটি উদ্ধৃত লাইনের পরবর্তী লাইন—

ক. ছড়িয়ে আছে জীবন যেন আনন্দে আটখানা
খ. ছাতিম গাছে লুকিয়ে আছে মুণ্ডু কাটা ডানা।
গ. তুমিই যে তার ভাগ নেবে না তোমার শুধু মানা
ঘ. পালিয়ে যাবে কেবল তখন হার মেনে সব মানা

নিচের অংশটুকু পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাগর দিঘির তীরে তীরে ধান সবুজের মেলা,
কচি ধানের হাজার শীষে সোনা রোদের খেলা।

২. 'সাগর দিঘি' বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. ছোট দিঘি
খ. বিশাল দিঘি
গ. দিঘির ন্যায় সাগর
ঘ. গভীর দিঘি

৩. উদ্ধৃতাংশটি যে চিত্রকল্প তুলে ধরে তা হচ্ছে—

i. বিস্তৃত জলাশয় ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল পাকা ধানের মাঠ
ii. বিস্তৃত জলাশয় ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল কাঁচা ধানের মাঠ
iii. বিস্তৃত জলাশয় ও সবুজ ঘাসের মাঠ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রমিত পারিবারিক বনভোজনে কক্সবাজার গিয়েছে। সেখানে তার এক চাচাতো ভাই সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ভ্রমণ করার প্রস্তাব দিল। তার অন্যান্য ভাইবোনেরা সমস্বরে তাকে সমর্থন দিল। কিন্তু রমিতের চারিদিকে ভয়ের থাবা। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেঙে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ যাওয়ার ব্যাপারে রমিতের এক ধরনের ভীতি কাজ করে। তাই সে অন্যান্য ভাইবোনের সঙ্গী হয়ে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ না গিয়ে হোটেলে শুয়ে থাকে। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে রমিতের ভাইবোনেরা ফিরে এসে রমিতকে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলল। রমিত তাদের কথা শুনে আফসোস করল যে শুধুমাত্র ভয়কে জয় না করতে পারার জন্য প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য উপভোগ করা গেল না।

ক. 'মানা' কবিতায় কবির চোখে কী কী মিঠে মনে হয়?
খ. রমিতের চারিদিকে ভয়ের থাবা কথাটি 'মানা' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
গ. রমিতের মতো ছেলেরা কতটুকু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে বলে তুমি মনে কর। 'মানা' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মুক্ত জীবনযাপনের জন্য ভয়কে জয় করার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

নন্দলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে যে করেই হোক রাখিবেই সে জীবন
সকলে বলিল, "আহা হা, কর কী, কর কী, নন্দলাল ?"
নন্দ বলিল, "বসিয়া বসিয়া রহিব কি চির কাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ"
তখন সকলে কহিল, "বাহবা, বাহবা, বাহবা, বেশ।"

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কে বা ?
সকলে বলিল, "যাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা।"
নন্দ বলিল, "ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম, কিন্তু, অভাগা দেশের হইবে কী ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখ চারি দিক।"
তখন সকলে বলিল, "হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে, ঠিক।"

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির—
গালি দিয়া সব গদ্যে–পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য, দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন—
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশ গুণ।
খাইতে ধরিল লুচি আর ছোঁকা, সন্দেশ থাল-থাল—
তখন সকলে বলিল, "বাহবা, বাহবা, নন্দলাল।"

নন্দ বাড়ির হত না বাহির, কোথা কী ঘটে কি জানি,
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি।
নৌকা ফি–সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
হাঁটিলে সর্প, কুক্কুর, আর গাড়ি–চাপা পড়া ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল, "ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চির কাল।"

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

ভীষণ পণ— ভয়ানক প্রতিজ্ঞা, দুর্দান্ত শপথ, দৃঢ় সংকল্প।

স্বদেশের তরে যে করেই হোক রাখিবেই সে জীবন— দেশের কাজ করার জন্যে দেশপ্রেমিক মানুষ জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু নন্দলালের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—যে-কোনো ভাবেই হোক তাকে জীবন রক্ষা করতে হবে। বেঁচে না থাকলে দেশের সেবা সে করবে কী করে!

উদ্ধার— রক্ষা, বিপদ থেকে বাঁচানো, পরিত্রাণ।

জাহির— বেশি বেশি করে প্রচার ও প্রদর্শনপ্রবণতা।

ছোঁকা— ছেঁচকি, আলু ও কুমড়ো দিয়ে রান্না এক রকমের তরকারি।

ফি-সন— প্রতি বছর।

কলিশন— সংঘর্ষ।

ভ্যালা— ভালো শব্দের বিদ্রূপাত্মক বিকৃত রূপ।

পাঠ-পরিচিতি

'নন্দলাল' কবিতাটি হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি উৎকৃষ্ট ও অনবদ্য ব্যঙ্গকবিতা। এ কবিতায় তিনি মানুষের আচরণের তির্যক সমালোচনা করেছেন এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে দেশপ্রেমের নামে বুলিসর্বস্ব মানুষের ভণ্ডামির স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

এক ধরনের লোক আছে যারা মুখে দেশদরদি, বড় বড় বুলি কপচায়, কিন্তু বাস্তবে দেশ, জাতি এমনকি নিজের ভাইয়ের জন্য সামান্যতম ত্যাগও স্বীকার করে না। 'নন্দলাল' কবিতায় নন্দলাল চরিত্রটি এ ধরনের মানুষের প্রতীক। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেশসেবার নামে এ ধরনের লোকদের ভণ্ডামি, বাকসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

সত্যিকার দেশব্রতী মানুষ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু নন্দলাল এই কঠিন পণ করেছিল যে, দেশের কাজ করার জন্য যে-কোনো ভাবেই তাকে নিজের জীবন রক্ষা করতে হবে। তাই তার আপন ভাই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হলেও সে নিজের মৃত্যুর ভয়ে ভাইয়ের সেবায় এগোয় না, পাছে তার জীবন বিপন্ন হয়, তা হলে দেশের সেবায় বাধা পড়বে। আদতে দেশের জন্য কোনো কিছু না করলেও লোকদেখানো প্রচারের জন্য সে পত্রিকা বের করে। ফলে সারা দিন খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটালেও লোকের ধারণা হয়—নন্দলাল দেশের জন্য খেটে খেটে মরতে বসেছে।

এই রকমই ছিল নন্দলালের দেশপ্রেম। দেশের সেবার নামে নিজের প্রাণ রক্ষাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। তাই যে-কোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই ভয়ে সে গাড়ি চড়ত না, নৌকা-স্টিমারে উঠত না, ট্রেনে চেপে কোথাও যেত না। এমনিভাবে সাপে কাটবে, কুকুরে কামড়াবে কিংবা গাড়িচাপা পড়বে–এই ভয়ে সে পথে বের হওয়াও বন্ধ করে দিল।

এভাবে নন্দলাল আমৃত্যু কেবল বিছানায় শুয়ে বসে বহু কষ্টে দিন কাটিয়ে তথাকথিত দেশসেবা করতে লাগল।

কবি-পরিচিতি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সফল নাট্যকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেও কবি ও গীতিকার হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

তাঁর জন্ম পশ্চিমবাংলার নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করেন। প্রথমে শিক্ষকতা করেন। পরে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে সেটলমেন্ট অফিসার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও আবগারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন।

'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান' তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক। এ ছাড়া বেশ কিছু নাটক ও প্রহসন তিনি লিখেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা ও হাসির গান যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নন্দলাল কবিতাটি কোন ধরনের কবিতা?

ক.	হাসির	খ.	ব্যাঙ্গাত্মক
গ.	দেশপ্রেমের	ঘ.	প্রকৃতির

২. নন্দলাল কবিতার রচয়িতা কে?

ক.	কাজী নজরুল ইসলাম	খ.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ.	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	ঘ.	সতেন্দ্রনাথ দত্ত

৩. নন্দলাল শ্রেণীর লোকেরা মূলত কোন প্রকৃতির নয়?

i.	স্বার্থপর	ii.	ভণ্ড
iii.	দেশব্রতী		

নীচের কোনটি সঠিক ?

ক.	i	খ.	ii
গ.	i ও ii	ঘ.	i ও iii

৪. 'নন্দ বাড়ির হত না বাহির'—এর পরের অংশ।

ক.	কোথা কী ঘটে কী জানি,	খ.	কখন উল্টায় গাড়িখানি
গ.	রেলে কলিশন হয়	ঘ.	গাড়ি–চাপা পড়া ভয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

'নন্দলাল' কবিতায় নন্দলাল ভণ্ড, বাকসর্বস্ব, স্বার্থপর ধরনের মানুষের প্রতীক। তার পণ দেশের কাজ করার জন্য যে–কোন ভাবেই হোক সে নিজের জীবনকে রক্ষা করবে। তাই তার নিজের ভাই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হলেও নিজের মৃত্যুর ভয়ে ভাইয়ের সেবায় এগোয় না। আদতে দেশের জন্য কোনো কিছু না করলেও লোকদেখানো প্রচারের জন্য সে পত্রিকা বের করে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে সে পথে বের হয় না। তার একমাত্র লক্ষ্য নিজেকে টিকিয়ে রাখা। এই রকমই ছিল নন্দলালের দেশপ্রেম।

ক. নন্দলাল চরিত্রটি কিসের প্রতীক?

খ. উদ্দীপকের আলোকে নন্দলালের দেশপ্রেমবোধের বর্ণনা দাও?

গ. একজন দেশপ্রেমিকের কোন ধরনের গুণাবলি থাকা উচিত বলে তুমি মনে কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নন্দলাল চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২. **নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

'নন্দলাল' কবিতায় মানুষের আচরণের তির্যক সমালোচনা করা হয়েছে। দেশপ্রেমের নামে বুলিসর্বস্ব মানুষের ভণ্ডামির স্বরূপ ব্যঙ্গ–বিদ্রুপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এক ধরনের লোক আছে যারা মুখে দেশদরদি বড় বড় বুলি কপচায়। কিন্তু বাস্তবে দেশ, জাতির জন্য সামান্যতম ত্যাগও স্বীকার করে না। তারা দেশের শত্রু।

ক. দেশের শত্রু কারা?

খ. 'নন্দলাল' কী ধরনের কবিতা?

গ. নন্দলালের মতো ভণ্ড মানুষের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ বলে তুমি মনে কর–যৌক্তিক উপস্থাপন কর।

ঘ. কবি নন্দলালের মাধ্যমে সমাজের ভণ্ড মানুষের যে সমালোচনা করেছেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

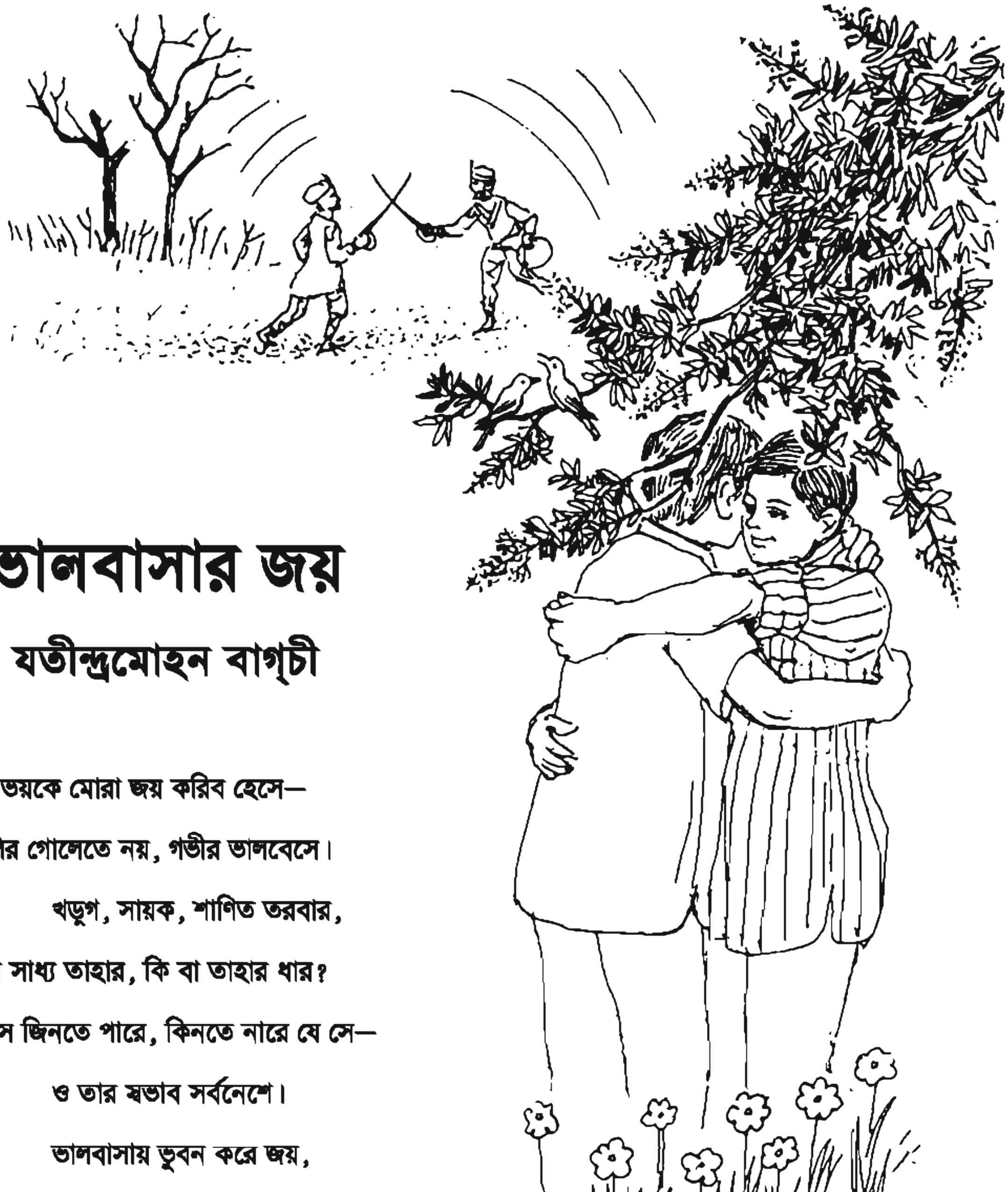

ভালবাসার জয়

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

ও ভাই, ভয়কে মোরা জয় করিব হেসে—
গোলাগুলির গোলেতে নয়, গভীর ভালবেসে।
খড়্গ, সায়ক, শাণিত তরবার,
কতটুকুন সাধ্য তাহার, কি বা তাহার ধার?
শত্রুকে সে জিনতে পারে, কিনতে নারে যে সে—
ও তার স্বভাব সর্বনেশে।
ভালবাসায় ভুবন করে জয়,
সখ্যে তাহার অশ্রুজলে শত্রু মিত্র হয়—
সে যে সৃজন পরিচয়।
শত আঘাত–ব্যথা–অপমানে লয় সে কোলে এসে,
মৃত্যুরে সে বন্ধু বলে জাপটে ধরে শেষে।

শব্দার্থ ও টীকা

গোলেতে— ফ্যাসাদে, গোলমালে, ঝামেলায়, গণ্ডগোলে।
খড়্গ— খাঁড়া, এক ধরনের তলোয়ার।
সায়ক— বাণ, খড়্গ।
শাণিত— ধারালো, তীক্ষ্ণ।
তরবার— অসি, তলোয়ার, কৃপাণ।
জিনতে— জয় করতে।
সখ্যে— বন্ধুত্বে।
সৃজন— সৃষ্টি, নির্মাণ, রচনা।
লয়— নেয়, গ্রহণ করে।

পাঠ-পরিচিতি

শক্তির দাপটে নয়, প্রীতির মহিমাই মানুষের জীবনে বরণীয়।

ভয়ের শক্তিকে জয় করার পন্থা অস্ত্রের দাপট নয়, প্রীতির স্নিগ্ধতা। অস্ত্র-গোলাগুলি যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তার ক্ষমতা নেই শত্রুকে জয় করবার। বরং অস্ত্রের ভয়ংকর স্বভাব ক্ষতি ও বিনষ্টি সাধন করবে। পক্ষান্তরে, শত্রুর মন জয় করে তাদের মিত্রে পরিণত করতে পারে ভালোবাসা। ভালোবাসার শক্তি অপরিসীম। সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অপমান, সমস্ত আঘাত বুকে টেনে নিয়ে ভালোবাসার শক্তি মৃত্যুকেও জয় করতে পারে।

কবি-পরিচিতি

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার জামশেদপুরে ২৭শে নভেম্বর, ১৮৭৮ সালে। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী কবিদের এক জন। গ্রামবাংলার শোভন রূপ, গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ ও অবহেলিত নারীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। তিনি 'মানসী' ও 'পূর্বাচল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'জাগরণী' ইত্যাদি।

১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কাব্যগ্রন্থ?

ক. লেখা খ. চিত্রা
গ. সোনার তরী ঘ. চক্রবাক

২. 'তরবার' শব্দের অর্থ।

ক. অসি খ. হাতিয়ার
গ. ঢাল ঘ. বান

৩. 'শত্রুকে সে জিনতে পারে, কিনতে নারে যে সে'—পঙ্‌ক্তিটিতে 'জিনতে' শব্দের অর্থ হল

ক. চিনতে
খ. জয় করতে
গ. কিনতে
ঘ. ভুলতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ভালবাসায় ভুবন করে জয়,
সখ্যে তাহার অশ্রুজলে শত্রু মিত্র হয়—
সে যে সৃজন পরিচয়।

ক. উদ্দীপকটির রচয়িতা কে?
খ. শত্রুকে কীভাবে মিত্র করা যায় ব্যাখ্যা কর।
গ. তোমার বিরুদ্ধাচারী কোনো বন্ধুকে কীভাবে তোমার পক্ষে আনতে পার–বর্ণনা কর।
ঘ. 'ভালোবাসায় ভুবন করে জয়'—পঙ্‌ক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের অংশটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ও ভাই, ভয়কে মোরা জয় করিব হেসে
গোলাগুলির গোলেতে নয়, গভীর ভালবেসে।

ক. উদ্দীপকটি কোন কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে?
খ. ভালোবাসার দ্বারা কী করা যায় লেখ।
গ. উদ্ধৃতাংশে বিপদ কাটিয়ে ওঠার যে পথ নির্দেশ করা হয়েছে তা কতটুকু ফলদায়ক বলে তুমি মনে কর।
ঘ. 'ভালোবাসার জয়' কবিতায় যে শক্তির জয় গান করা হয়েছে, উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।